ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কথাসার—মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমের উৎকট ভাবোদয়-সময়ে স্বরূপ ও রামানন্দ অনেক সান্ত্বনা করিতেন। এই সময় রঘুনাথদাস আসিয়া পৌঁছিলেন। রঘুনাথদাস বহুদিন হইতে প্রভুর পদ আশ্রয় করিবার যত্ন পাইতেছিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাইবার ছলে যে-সময়ে শান্তিপুরে গেলেন, তখন তাঁহার চরণ আশ্রয় করিবার প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে যুক্তবৈরাগ্য আশ্রয় করিবার উপদেশ করিলেন। ইত্যবসরে কোন ম্লেচ্ছ-চৌধুরী হিরণ্যদাসের প্রতি হিংসা করিয়া গৌড় হইতে উজির আনয়ন করায়, হিরণ্যদাস পলায়ন করিলেন। রঘুনাথদাসের বুদ্ধিবলে তাঁহাদের সেই উৎপাত মিটিয়া গেল। রঘুনাথদাস পানিহাটি গিয়া নিত্যানন্দপ্রভুর আজ্ঞায় চিড়া-মহোৎসব করিলেন। সেই মহোৎসবের পরদিন নিত্যানন্দপ্রভু কৃপা করিয়া রঘুনাথকে চৈতন্যচরণ পাইবার আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর রাত্রিতে বাসুদেবদত্তের অনুগৃহীত এবং স্বীয় গুরু ও পুরোহিত শ্রীযদুনন্দনাচার্য্য তাঁহার গৃহে আসিলে তাঁহার সহিত কিছুদূর গিয়া রঘুনাথ একাকী পলাইয়া গেলেন। গুপ্তপথ দিয়া বার দিবসে পুরুষোত্তমে পৌঁছিয়া মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইলেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে 'স্বরূপের রঘু' এই নাম দিয়া স্বরূপগোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। রঘুনাথ পাঁচদিবস প্রসাদ পাইয়া বহুদিন সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি অবলম্বন করিলেন, পরে ছত্রে মহাপ্রসাদ মাগিয়া খাইতে লাগিলেন। রঘুনাথের পিতা সংবাদ পাইয়া মনুষ্য ও অর্থ পাঠাইলে রঘুনাথ তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থূল অর্থ গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভু রঘুনাথের ছত্রে ভিক্ষার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বীয় গুঞ্জামালা ও গোবর্দ্ধনশিলা দান করিলেন। পরে দাসগোস্বামী পথে পরিত্যক্ত সড়া-প্রসাদ ধুইয়া খাইতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে স্বরূপ ও মহাপ্রভু সন্তুষ্ট হইয়া একদিন সেই প্রসাদ বলপূর্ব্বক আস্বাদন করিয়া রঘুনাথকে কৃপা করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রঘুনাথকে স্বরূপে অর্পণানন্তর আত্মসাৎকারী গৌরের প্রণাম ঃ—

কৃপাগুণৈর্যঃ কুগৃহান্ধকূপাদুদ্ধৃত্য ভঙ্গ্যা রঘুনাথদাসম্।
ন্যস্য স্বরূপে বিদধেঽন্তরঙ্গং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমমুং প্রপদ্যে ॥১

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

নীলাচলে গৌরলীলা ঃ—

এইমত গৌরচন্দ্র ভক্তগণ-সঙ্গে।
নীলাচলে নানা লীলা করে নানা রঙ্গে ॥ ৩ ॥

স্বভক্তের ক্লেশাশঙ্কায় স্বীয় কৃষ্ণবিরহদুঃখ-সংগোপন ঃ—

যদ্যপি অন্তরে কৃষ্ণবিয়োগ বাধয়ে।
বাহিরে না প্রকাশয় ভক্ত-দুঃখ-ভয়ে ॥ ৪ ॥

সুতীব্র কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখে প্রভুর অবর্ণনীয় ব্যাকুলতা ঃ—

উৎকট বিরহ-দুঃখ যবে বাহিরায়।
তবে যে বৈকল্য প্রভুর বর্ণন না যায় ॥ ৫ ॥

বিপ্রলম্ভ-দশায় রায়ের কৃষ্ণকথা-সংলাপ ও স্বরূপের গানই প্রভুর জীবাতু ঃ—

রামানন্দের কৃষ্ণকথা, স্বরূপের গান।
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ ॥ ৬ ॥

বহুলোকসঙ্গে নানাবিধ কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিরহ-গুরুত্বের লাঘব, রাত্রিতে নির্জ্জনে কৃষ্ণবিরহ-দুঃখ-বৃদ্ধি ঃ—

দিনে প্রভু নানা-সঙ্গে হয় অন্য মন।
রাত্রিকালে বাড়ে প্রভুর বিরহ-বেদন ॥ ৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যিনি কৃপাগুণে গৃহান্ধকূপ হইতে ভঙ্গীপূর্ব্বক রঘুনাথদাসকে উদ্ধার করিয়া স্বরূপের নিকট অর্পণ করত তাঁহাকে অন্তরঙ্গ-ভক্ত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে আমি প্রপন্ন হই।

অনুভাষ্য

১। যঃ (চৈতন্যদেবঃ) কৃপাগুণৈঃ (অনুকম্পা-বিতরণৈঃ) কুগৃহান্ধকূপাৎ (কু কুৎসিতং পুংস্ত্রীপুত্রাদিকথাবহুলং গৃহমেব অন্ধ-কূপঃ নির্গমনপথরহিতঃ, তস্মাৎ) রঘুনাথদাসং (দাসগোস্বামিনং) ভঙ্গ্যা (কৌশলেন) উদ্ধৃত্য (উত্থাপ্য) স্বরূপে (দামোদর-স্বরূপ-গোস্বামিনি) ন্যস্য (সমর্প্য) অন্তরঙ্গং (নিজজনং) বিদধে (চকার), অমুং তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যম্ অহং প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি)।

শ্রীরঘুনাথদাসগোস্বামি-কৃত বিলাপকুসুমাঞ্জলিস্তবে—"যো মাং দুস্তরনির্জ্জলমহাকূপাদপারক্লমাৎ সদ্যঃ সান্দ্রদয়াম্বুধিঃ প্রকৃতিতঃ স্বৈরীকৃপারজ্জুভিঃ। উদ্ধৃত্যাত্মসরোজনিন্দিচরণপ্রান্তং প্রপাদ্য স্বয়ং শ্রীদামোদরসাচ্চকার তমহং চৈতন্যচন্দ্রং ভজে॥"*

** স্বভাবতঃ ঘন দয়ার সাগর যিনি আমাকে অত্যন্ত ক্লেশপূর্ণ, দুরতিক্রম্য গৃহরূপ জলশূন্য মহাকূপ হইতে স্বতন্ত্র কৃপারূপ রজ্জুদ্বারা উদ্ধার করিয়া পদ্মশোভাকেও ধিক্কারকারী নিজ-চরণপ্রান্ত লাভ করাইয়া অনন্তর শ্রীস্বরূপ-দামোদর প্রভুর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি।*

স্বরূপ ও রামরায়ের তত্ত্বাবোপযোগী বচন ও গানদ্বারা প্রভুকে আশ্বাসন ঃ—

তাঁর সুখহেতু সঙ্গে রহে দুইজনা ।
কৃষ্ণরস-শ্লোক-গীতে করেন সান্ত্বনা ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণের যেমন সুবল-সখা, প্রভুরও তেমন রাম-রায় ঃ—

সুবল যৈছে পূর্ব্বে কৃষ্ণসুখের সহায় ।
গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রাম-রায় ॥ ৯ ॥

শ্রীরাধার যেমন ললিতা সখী, প্রভুরও তেমন স্বরূপ-দামোদর ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রাধার ললিতা সহায়-প্রধান ।
তৈছে স্বরূপ-গোসাঞি রাখে প্রভুর প্রাণ ॥ ১০ ॥

উভয়েই প্রভুর পরমপ্রেষ্ঠ অন্তরঙ্গ ঃ—

দুই জনার সৌভাগ্য কহন না যায় ।
প্রভুর 'অন্তরঙ্গ' বলি' যাঁরে লোকে গায় ॥ ১১ ॥

প্রভুসহ রঘুনাথ-মিলন-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

এইমত বিহরে গৌর লঞা ভক্তগণ ।
রঘুনাথ-মিলন এবে শুন, ভক্তগণ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে কানাইর নাটশালা হইতে পুরী-প্রত্যাবর্ত্তন-পথে শান্তিপুরে প্রভুর রঘুনাথকে শিক্ষা ঃ—

পূর্ব্বে শান্তিপুরে রঘুনাথ যবে আইলা ।
মহাপ্রভু কৃপা করি' তাঁরে শিখাইলা ॥ ১৩ ॥

প্রভু-শিক্ষামতে রঘুর গৃহে যুক্তবৈরাগ্যাচরণ, বাহ্যে বিষয়িসদৃশ ও অন্তরে নির্ব্বিষয় নিষ্কিঞ্চন ও কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাযুক্ত ঃ—

প্রভুর শিক্ষাতে তেঁহো নিজ-ঘরে যায় ।
মর্কট-বৈরাগ্য ছাড়ি' হৈলা 'বিষয়ি-প্রায়' ॥ ১৪ ॥

ভিতরে বৈরাগ্য, বাহিরে করে সর্ব্ব কর্ম্ম ।
দেখিয়া ত' মাতা-পিতার আনন্দিত মন ॥ ১৫ ॥

মথুরা হইতে আগত প্রভুর সঙ্গগ্রহণে উদ্‌যোগ ঃ—

'মথুরা হৈতে প্রভু আইলা',—বার্ত্তা যবে পাইলা ।
প্রভু-পাশ চলিবারে উদ্‌যোগ করিলা ॥ ১৬ ॥

সপ্তগ্রামের মোছ্‌লেম চৌধুরী নবাবের উজিরের সাহায্যে সপ্তগ্রামাধিকার ঃ—

হেনকালে মুলুকের এক ম্লেচ্ছ অধিকারী ।
সপ্তগ্রাম-মুলুকের সে হয় 'চৌধুরী' ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যদাস মুলুক নিল 'মক্‌ররি' করিয়া ।
তার অধিকার গেল, মরে সে দেখিয়া ॥ ১৮ ॥
বার লক্ষ দেয় রাজায়, সাধে বিশ লক্ষ ।
সে 'তুরুক' কিছু না পাঞা হৈল প্রতিপক্ষ ॥ ১৯ ॥

হিরণ্য-গোবর্দ্ধনের পলায়ন ও রঘুনাথের বন্ধন ঃ—

রাজ-ঘরে কৈফিয়ৎ দিয়া উজীরে আনিল ।
হিরণ্যদাস পলাইল, রঘুনাথেরে বান্ধিল ॥ ২০ ॥

রঘুনাথের প্রতি মোছলেম চৌধুরীর ভয়-প্রদর্শন ঃ—

প্রতিদিন রঘুনাথে করয়ে ভর্ৎসনা ।
"বাপ-জ্যেঠারে আন', নহে পাইবা যাতনা ॥" ২১ ॥

রঘুনাথের মুখদর্শনে স্নেহার্দ্রচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

মারিতে আসিয়া যদি দেখে রঘুনাথে ।
মন ফিরি' যায়, তবে না পারে মারিতে ॥ ২২ ॥

বাহ্যে রোষ, অন্তরে শঙ্কা ঃ—

বিশেষে কায়স্থ-বুদ্ধ্যে অন্তরে করে ডর ।
মুখে তর্জ্জে গর্জ্জে, মারিতে সভয় অন্তর ॥ ২৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৪। মর্কট-বৈরাগ্য—গৃহস্থের পক্ষে বৈরাগীর বেশাদি-ধারণ করিয়া থাকাকেও 'মর্কট-বৈরাগী' বলে।

১৮। মকররি—ইজারা, (স্থায়িরূপে) বন্দোবস্ত ।

২০। কৈফিয়ৎ—বিবরণ-পত্র।

২৩। শ্রীরঘুনাথ যে মান্য ও ধনীর পুত্র এবং পণ্ডিত, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণানুগত অতিপ্রধান কায়স্থবর্ণ হইতে জাত,—ইহা জানিয়া ম্লেচ্ছ উজির আর তাঁহাকে মারিতে পারিত না। সত্যযুগ হইতে জানা যায় যে, কায়স্থগণ—রাজকর্ম্মচারী ; ক্ষত্রিয়ের সহিত তাহাদের তুল্য সম্মান ; যথা, যাজ্ঞবল্ক্যে,—"চাটতস্করদুর্বৃত্তৈর্মহাসাহসিকাদিভিঃ। পীড্যমানা প্রজা রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ।।" অর্থাৎ রাজার ধর্ম্ম এই যে, দুষ্টলোকের

অনুভাষ্য

১৩-১৪। শ্রীরঘুনাথকে শিক্ষা—মধ্য, ১৬শ পঃ ২৩৭-২৪৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অনুভাষ্য

১৪। লোকদৃষ্টিতে 'বিষয়ী' সাজিয়া শ্রীরঘুনাথ ভোগাসক্ত মর্কটের বাহ্য-বৈরাগ্যপ্রদর্শন-রীতির অনুকরণ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলেন।

১৫। হৃদয়ে কৃষ্ণেতর বিষয় একেবারেই আবাহন না করিয়াও লোকদৃষ্টিতে সকলপ্রকার বিষয়-কার্য্য করিতে লাগিলেন।

১৭। চৌধুরী—যাঁহারা প্রজা-স্থানে আদায়-যোগ্য করের নিজপ্রাপ্য চতুর্থাংশ-লাভ গ্রহণ করিয়া ভূম্যধিকারীকে খাজনা দাখিল করেন।

১৮। হিরণ্যদাস সপ্তগ্রাম-মুলুকের কর-আদায়ের কার্য্য স্থায়িভাবে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন ; তাহাতে মুসলমান-চৌধুরীর লভ্য সমস্তই নষ্ট হইল ; তদ্দর্শনে সে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইল।

১৯। বিশলক্ষ আদায় করিয়া রাজাকে চতুর্থাংশ (পাঁচলক্ষ) বাদে পনর লক্ষ দাখিল করিবার পরিবর্ত্তে বারলক্ষ দেওয়ায়

মধুর-ভাষী, মানদ রঘুনাথের মোছ্‌লেম চৌধুরীর প্রতি সবিনয় উক্তি ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু চিন্তিলা উপায় ।
বিনতি করিয়া কহে সেই ম্লেচ্ছ-পায় ॥ ২৪ ॥
"আমার পিতা, জ্যেঠা হয় তোমার দুই ভাই ।
ভাই-ভাইয়ে তোমরা কলহ কর সর্ব্বদাই ॥ ২৫ ॥
কভু কলহ, কভু প্রীতি—ইহার নিশ্চয় নাই ।
কালি পুনঃ তিন ভাই হইবা এক-ঠাঞি ॥ ২৬ ॥
আমি যৈছে পিতার, তৈছে তোমার বালক ।
আমি তোমার পাল্য, তুমি আমার পালক ॥ ২৭ ॥
পালক হঞা পাল্যেরে তাড়িতে না যুয়ায় ।
তুমি সর্ব্বশাস্ত্র জান 'জিন্দাপীর'-প্রায় ॥" ২৮ ॥

মোছ্‌লেম চৌধুরীর রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা ঃ—

এত শুনি' সেই ম্লেচ্ছের মন আর্দ্র হৈল ।
দাড়ি বহি' অশ্রু পড়ে, কাঁদিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥
ম্লেচ্ছ বলে,—"আজি হৈতে তুমি—মোর 'পুত্র' ।
আজি ছাড়াইমু তোমা' করি' এক সূত্র ॥" ৩০ ॥

উজিরকে জানাইয়া রঘুনাথের বন্ধন-মোচন ঃ—

উজিরে কহিয়া রঘুনাথে ছাড়াইল ।
প্রীতি করি' রঘুনাথে কহিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

হিরণ্যদাসের স্বার্থপরতা ও অর্থলোভহেতু লোভী মোছ্‌লেম চৌধুরীর ভর্ৎসনা ঃ—

"তোমার জ্যেঠা নির্ব্বুদ্ধি অষ্টলক্ষ খায় ।
আমি—ভাগী, আমারে কিছু দিবারে যুয়ায় ॥ ৩২ ॥

রঘুনাথের প্রতি স্নেহার্দ্রতা-হেতু উভয়ের মিলন-সম্পাদন ঃ—

যাহ তুমি, তোমার জ্যেঠারে মিলাহ আমারে ।
যে-মতে ভাল হয় করুন, ভার দিলুঁ তোরে ॥" ৩৩ ॥
রঘুনাথ আসি' তবে জ্যেঠারে মিলাইল ।
ম্লেচ্ছ-সহিত বশ কৈল—সব শান্ত হৈল ॥ ৩৪ ॥

এইভাবে বৎসরান্তে পুনরায় পলায়নোদ্‌যোগ ঃ—

এইমত রঘুনাথের বৎসরেক গেল ।
দ্বিতীয় বৎসরে পলাইতে মন কৈল ॥ ৩৫ ॥

রাত্রিতে পলায়ন, পথে ধৃত ও গৃহে নীত ঃ—

রাত্রে উঠি' একেলা চলিলা পলাঞা ।
দূর হৈতে পিতা তাঁরে আনিল ধরিয়া ॥ ৩৬ ॥

পুনঃ পুনঃ পলায়ন ও ধৃত হইয়া বন্ধনদশা-প্রাপ্ত ঃ—

এইমতে বারে বারে পলায়, ধরি' আনে ।
তবে তাঁর মাতা কহে তাঁর পিতা-সনে ॥ ৩৭ ॥

পুত্রবন্ধনার্থ পত্নীকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গোবর্দ্ধনদাসের উক্তি ঃ—

"পুত্র 'বাতুল' হইল, রাখহ বান্ধিয়া ।"
তাঁর পিতা কহে তারে নির্ব্বিণ্ণ হঞা ॥ ৩৮ ॥
"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী অপ্সরা-সম ।
এ সব বান্ধিতে নারিলেক যাঁর মন ॥ ৩৯ ॥

দেহের জনক বা শৌক্রজন্মদাতা পিতা জীবের প্রারব্ধাপ্রারব্ধ-কর্ম্ম-নাশক নিত্য প্রভু বা ঈশ্বর নহেন ঃ—

দড়ির বন্ধনে তাঁরে রাখিবা কেমতে ?
জন্মদাতা পিতা নারে 'প্রারব্ধ' খণ্ডাইতে ॥ ৪০ ॥

চৈতন্যাবিষ্ট সেবকই মুক্ত বা অপ্রাকৃত ঃ—

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা হঞাছে ইঁহারে ।
চৈতন্যপ্রভুর 'বাতুল' কে রাখিতে পারে ??" ৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু পানিহাটীতে আসিলে রঘুনাথের তচ্চরণ-দর্শন ঃ—

তবে রঘুনাথ কিছু বিচারিলা মনে ।
নিত্যানন্দ-গোসাঞির পাশ চলিলা আর দিনে ॥ ৪২ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর সঙ্গে বহু সেবক ও কীর্ত্তনগানকারী ঃ—

পানিহাটী-গ্রামে পাইলা প্রভুর দরশন ।
কীর্ত্তনীয়া সেবক সঙ্গে আর বহুজন ॥ ৪৩ ॥

গঙ্গাতটে বৃক্ষমূলে পীঠোপরি প্রভুর এবং নিম্নে সঙ্গিগণের উপবেশন ঃ—

গঙ্গাতীরে বৃক্ষ-মূলে পিণ্ডার উপরে ।
বসিয়াছেন প্রভু—যেন সূর্য্যোদয় করে ॥ ৪৪ ॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে রঘুনাথের বিস্ময় ও দণ্ডবৎ-প্রণাম ঃ—

তলে-উপরে বহুভক্ত হঞাছে বেষ্টিত ।
দেখি' প্রভুর প্রভাব, রঘুনাথ—বিস্মিত ॥ ৪৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

হস্ত হইতে প্রজাকে রক্ষা করিবেন, আবার, নিজের প্রধান কর্ম্মচারী রাজবল্লভ কায়স্থগণ যদিও কর্ম্মসূত্রে প্রজাদিগের উপর পীড়ন করে, তাহাও বিশেষভাবে দেখিবেন ; কেননা, রাজার প্রধান কর্ম্মচারিগণ কোন দৌরাত্ম্য করিলে রাজার বিশেষ মনোযোগ ব্যতীত তাহা হইতে রক্ষা নাই।

৪০। প্রারব্ধ—পূর্ব্বজন্মের যে-সকল কর্ম্ম, যাহা ফলোন্মুখী হইয়াছে।

অনুভাষ্য

সেই তুর্ক অর্থাৎ মুসলমান স্বীয় প্রাপ্য-লাভাংশে বঞ্চিত হইয়া তাহাদের বিরোধী হইল।

৩০। সূত্র—চলিত ভাষায়, 'ছুতা'।

৩৮। নির্ব্বিণ্ণ—কাতর বা দুঃখিত।

দণ্ডবৎ হঞা পড়িলা কতদূরে ।
সেবক কহে,—'রঘুনাথ দণ্ডবৎ করে ॥' ৪৬ ॥

অন্তরঙ্গ ও নিজজন-জ্ঞানে রঘুনাথকে নিত্যানন্দের কৃপা ঃ—

শুনি' প্রভু কহে,—"চোরা দিলি দরশন ।
আয়, আয়, আজি তোর করিমু দণ্ডন ॥" ৪৭ ॥

রঘুনাথের শিরে স্বীয় পদ-স্থাপনপূর্ব্বক কৃপা ঃ—

প্রভু বোলায়, তেঁহো নিকটে না করে গমন ।
আকর্ষিয়া তাঁর মাথে ধরিলা চরণ ॥ ৪৮ ॥

নিত্যানন্দের অহৈতুকী দয়া ঃ—

কৌতুকী নিত্যানন্দ সহজে দয়াময় ।
রঘুনাথে কহে কিছু হঞা সদয় ॥ ৪৯ ॥

স্ব-গণের ভোজন-সম্পাদনার্থ রঘুনাথকে আদেশরূপ দণ্ডপ্রদান ; অর্থাৎ দণ্ড-মহোৎসব-লীলাদ্বারা অর্থশালী ভোগী বিষয়ীর নিত্যানন্দগণ অর্থাৎ শুদ্ধভক্তের সেবাতেই বিত্তশাঠ্যরূপ অনর্থনাশ ও নিত্য মঙ্গলোদয়রূপ শিক্ষা-প্রদান ঃ—

"নিকটে না আইস, চোরা, ভাগ' দূরে দূরে ।
আজি লাগ্ পাঞাছি, দণ্ডিমু তোমারে ॥ ৫০ ॥
দধি, চিড়া ভক্ষণ করাহ মোর গণে ।"
শুনি' আনন্দ হৈল রঘুনাথের মনে ॥ ৫১ ॥

স্বগ্রাম হইতে চিড়া-মহোৎসবের দ্রব্যাদি আনয়ন ঃ—

সেইক্ষণে নিজ-লোক পাঠাইলা গ্রামে ।
ভক্ষ্যদ্রব্য লোক সব গ্রাম হৈতে আনে ॥ ৫২ ॥
চিড়া, দধি, দুগ্ধ, সন্দেশ, আর চিনি, কলা ।
সব দ্রব্য আনাঞা চৌদিকে ধরিলা ॥ ৫৩ ॥

মহোৎসব-বর্ণন ঃ—

'মহোৎসব'-নাম শুনি' ব্রাহ্মণ-সজ্জন ।
আসিতে লাগিল লোক অসংখ্য-গণন ॥ ৫৪ ॥
আর গ্রামান্তর হৈতে সামগ্রী আনিল ।
শত দুই-চারি হোল্না আনাইল ॥ ৫৫ ॥
বড় বড় মৃৎকুণ্ডিকা আনাইল পাঁচ সাতে ।
এক বিপ্র প্রভু লাগি' চিড়া ভিজায় তাতে ॥ ৫৬ ॥
এক-ঠাঞি তপ্ত-দুগ্ধে চিড়া ভিজাঞা ।
অর্দ্ধেক ছানিল দধি, চিনি, কলা দিয়া ॥ ৫৭ ॥
অর্দ্ধেক ঘনাবৃত-দুগ্ধেতে ছানিল ।
চাঁপাকলা, চিনি, ঘৃত, কর্পূর তাতে দিল ॥ ৫৮ ॥

প্রভুর পীঠে উপবেশন ঃ—

ধূতি পরি' প্রভু যদি পিণ্ডাতে বসিলা ।
সাতকুণ্ডী বিপ্র তাঁর আগেতে ধরিলা ॥ ৫৯ ॥

বটবৃক্ষতলে চত্বরোপরি প্রভুসঙ্গি-ভক্তগণের উপবেশন ঃ—

চবুতরা-উপরে যত প্রভুর নিজগণে ।
বড় বড় লোক বসিলা মণ্ডলী-রচনে ॥ ৬০ ॥

নিত্যানন্দগণের উপবেশন ঃ—

রামদাস, সুন্দরানন্দ, দাস-গদাধর ।
মুরারি, কমলাকর, সদাশিব, পুরন্দর ॥ ৬১ ॥
ধনঞ্জয়, জগদীশ, পরমেশ্বর-দাস ।
মহেশ, গৌরীদাস, হোড়-কৃষ্ণদাস ॥ ৬২ ॥
উদ্ধারণ আদি যত, আর নিজজন ।
উপরে বসিলা সব, কে করে গণন ?? ৬৩ ॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিহীন বিপ্রগণের মহাপ্রসাদ-সম্মান ঃ—

শুনি' পণ্ডিত ভট্টাচার্য্য যত বিপ্র আইলা ।
মান্য করি' প্রভু সবারে উপরে বসাইলা ॥ ৬৪ ॥
দুই দুই মৃৎকুণ্ডিকা সবার আগে দিল ।
একে দুগ্ধ-চিড়া, আরে দধি-চিড়া কৈল ॥ ৬৫ ॥

অনুভাষ্য

৫০। লাগ্—স্পর্শ, সাক্ষাৎকার, সন্ধান, সঙ্গ।

৬০। চবুতরা—চত্বর, চাতাল, পিঁড়ার সংলগ্ন উচ্চস্থান।

৬১। রামদাস—অভিরামঠাকুর (গোপাল), আদি ১০ম পঃ ১১৬ ও ১১৮ সংখ্যা এবং আদি ১১শ পঃ ১৩ ও ১৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সুন্দরানন্দ—আদি, ১১শ পঃ ২৩ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

দাস-গদাধর—আদি, ১০ম পঃ ৫৩ সংখ্যার অনুভাষ্য ও আদি, ১১শ পঃ ১৩,১৪,১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

মুরারি—এস্থলে মুরারি-চৈতন্যদাস (নিত্যানন্দ-গণ, সুতরাং 'মুরারি গুপ্ত' নহেন)—আদি, ১১শ পঃ ২০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কমলাকর—আদি ১১শ পঃ ২৪ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫৫। হোল্না—মৃৎপাত্রবিশেষ (মাল্সা)।

অনুভাষ্য

সদাশিব—আদি, ১১শ পঃ ৩৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পুরন্দর,—আদি, ১১শ পঃ ২৮ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৬২। ধনঞ্জয়—আদি ১১ পঃ ৩১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

জগদীশ—আদি ১১শ পঃ ৩০ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পরমেশ্বর দাস—আদি ১১শ পঃ ২৯ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

মহেশ—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

গৌরীদাস—আদি ১১শ পঃ ২৬ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

কৃষ্ণদাস হোড়—আদি ১১শ পঃ ৪৭ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

আর যত লোক সব চৌতরা-তলানে।
মণ্ডলী-বন্ধে বসিলা, তার না হয় গণনে ॥ ৬৬ ॥
একেক জনারে দুই দুই হোল্না দিল।
দধি-চিড়া, দুগ্ধ-চিড়া, দুইতে ভিজাইল ॥ ৬৭ ॥
কোন কোন বিপ্র উপরে স্থান না পাঞা।
দুই হোল্নায় চিড়া ভিজায় গঙ্গাতীরে গিয়া ॥ ৬৮ ॥
তীরে স্থান না পাঞা আর কত জন।
জলে নামি' দধি-চিড়া করয়ে ভক্ষণ ॥ ৬৯ ॥
কেহ উপরে, কেহ তলে, কেহ গঙ্গাতীরে।
বিশজন তিন-ঠাঞি পরিবেশন করে ॥ ৭০ ॥

প্রসাদসহ রাঘবপণ্ডিতের তথায় আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা তথা রাঘব পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা দেখি' হঞা বিস্মিত ॥ ৭১ ॥

সর্ব্বাগ্রে নিত্যানন্দকে, পরে ভক্তগণকে প্রসাদ-প্রদান ঃ—

নি-সক্ড়ি নানামত প্রসাদ আনিলা।
প্রভুরে আগে দিয়া ভক্তগণে বাঁটি দিলা ॥ ৭২ ॥

ভোজনার্থ নিত্যানন্দপ্রভুকে অনুরোধ ঃ—

প্রভুরে কহে,—"তোমা লাগি' ভোগ লাগাইল।
তুমি ইঁহা উৎসব কর, ঘরে প্রসাদ রহিল ॥" ৭৩ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গোপাভিমানে ব্রজলীলার উদ্দীপন ঃ—

প্রভু কহে,—"এ দ্রব্য দিনে করিয়ে ভোজন।
রাত্র্যে তোমার ঘরে প্রসাদ করিমু ভক্ষণ ॥ ৭৪ ॥

সখাগণসঙ্গে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনানন্দ ঃ—

গোপ-জাতি আমি বহু গোপগণ-সঙ্গে।
আমি সুখ পাই এই পুলিনভোজন-রঙ্গে ॥" ৭৫ ॥

রাঘবেরও তথায় ভোজন-সম্পাদন ঃ—

রাঘবে বসাঞা দুই কুণ্ডী দেওয়াইলা।
রাঘব দ্বিবিধ চিড়া তাতে ভিজাইলা ॥ ৭৬ ॥

মহাপ্রভুকে মহোৎসবের মধ্যে ধ্যানে আনয়ন ঃ—

সকল-লোকের চিড়া পূর্ণ যবে হইল।
ধ্যানে তবে প্রভু মহাপ্রভুরে আনিল ॥ ৭৭ ॥

মহাপ্রভু-সঙ্গে নিত্যানন্দপ্রভুর ভোগসন্দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু আইলা দেখি' নিতাই উঠিলা।
তাঁরে লঞা সবার চিড়া দেখিতে লাগিলা ॥ ৭৮ ॥

মহাপ্রভুর মুখে এক এক গ্রাস-প্রদান ঃ—

সকল কুণ্ডীর, হোল্নার চিড়ার এক এক গ্রাস।
মহাপ্রভুর মুখে দেন করি' পরিহাস ॥ ৭৯ ॥

মহাপ্রভুরও নিতাইর মুখে একগ্রাস প্রদান ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু আর এক গ্রাস লঞা।
তাঁর মুখে দিয়া খাওয়ায় হাসিয়া হাসিয়া ॥ ৮০ ॥

ভক্তগণের চতুর্দ্দিকে নিতাইর ভ্রমণ-রঙ্গ-দর্শন ঃ—

এইমত নিতাই বুলে সকল মণ্ডলে।
দাণ্ডাঞা রঙ্গ দেখে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৮১ ॥

উভয়ের রঙ্গ—কাহারও অদৃশ্য, সুকৃতিসম্পন্ন কাহারও দৃশ্য ব্যাপার ঃ—

কি করিয়া বেড়ায়,—ইহা কেহ নাহি জানে।
মহাপ্রভুর দর্শন পায় কোন ভাগ্যবানে ॥ ৮২ ॥

মহাপ্রভুর জন্য দুইপাত্রে দুগ্ধ-চিড়া ও দুইপাত্রে দধি-চিড়া ঃ—

তবে হাসি' নিত্যানন্দ বসিলা আসনে।
চারি কুণ্ডী আরোয়া চিড়া রাখিলা ডাহিনে ॥ ৮৩ ॥

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুর ভোজন ঃ—

আসন দিয়া মহাপ্রভুরে তাঁহা বসাইলা।
দুই ভাই তবে চিড়া খাইতে লাগিলা ॥ ৮৪ ॥

নিতাইর ভাবাবেশ ঃ—

দেখি' নিত্যানন্দপ্রভু আনন্দিত হৈলা।
কত কত ভাবাবেশ প্রকাশ করিলা ॥ ৮৫ ॥

হরিধ্বনিপূর্ব্বক ভোজনে আদেশ ঃ—

আজ্ঞা দিলা,—'হরি বলি' করহ ভোজন'।
'হরি' 'হরি'-ধ্বনি উঠি' ভরিল ভুবন ॥ ৮৬ ॥

বৈষ্ণবগণের ভোজন ও ব্রজের পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

'হরি' 'হরি' বলি' বৈষ্ণব করয়ে ভোজন।
পুলিন-ভোজন সবার হইল স্মরণ ॥ ৮৭ ॥

রঘুনাথের উপর প্রভুদ্বয়ের কৃপা ঃ—

নিত্যানন্দ, মহাপ্রভু—কৃপালু, উদার।
রঘুনাথের ভাগ্যে এত কৈলা অঙ্গীকার ॥ ৮৮ ॥

নিত্যানন্দপ্রেমবশ মহাপ্রভু ঃ—

নিত্যানন্দ-প্রভাব-কৃপা জানিবে কোন্ জন?
মহাপ্রভু আনি' করায় পুলিন-ভোজন ॥ ৮৯ ॥

অভিরাম-ঠাকুরাদির গোপভাবে যমুনাতটে পুলিন-ভোজনোদ্দীপন ঃ—

শ্রীরামদাসাদি গোপ প্রেমাবিষ্ট হৈলা।
গঙ্গাতীরে 'যমুনা-পুলিন'-জ্ঞান কৈলা ॥ ৯০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮৩। আরোয়া-চিড়া—আতপ-চিড়া।

অনুভাষ্য

৬৩। উদ্ধারণ—আদি ১১শ পঃ ৪১ সংখ্যার অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য।

পণ্যবিক্রয়িগণের পণ্য-বিক্রয়ার্থ আগমন, বিক্রয়দ্বারা অর্থ-লাভ, পুনরায় প্রসাদীকৃত বিক্রীতবস্তু-ভোজন ঃ—

মহোৎসব শুনি' পসারি' নানা-গ্রাম হৈতে ।
চিড়া, দধি, সন্দেশ, কলা আনিল বেচিতে ॥ ৯১ ॥
যত দ্রব্য লঞা আইসে, সব মূল্য করি' লয় ।
তার দ্রব্য মূল্য দিয়া তাহারে খাওয়ায় ॥ ৯২ ॥

আগন্তুকগণের সকলেরই ভোজন ঃ—

কৌতুক দেখিতে আইল যত যত জন ।
সেই চিড়া, দধি, কলা করিল ভক্ষণ ॥ ৯৩ ॥

আচমনান্তে নিতাইর রঘুনাথকে ভুক্তাবশেষ-প্রদান ঃ—

ভোজন করি' নিত্যানন্দ আচমন কৈলা ।
চারি কুণ্ডীর অবশেষ রঘুনাথে দিলা ॥ ৯৪ ॥

ভক্তগণ-মধ্যে প্রসাদ-বণ্টন ঃ—

আর তিন কুণ্ডিকায় অবশেষ ছিল ।
গ্রাসে-গ্রাসে করি' বিপ্র সব ভক্তে দিল ॥ ৯৫ ॥

চন্দন-তাম্বূলদ্বারা প্রভুর সেবা ঃ—

পুষ্পমালা বিপ্র আনি' প্রভু-গলে দিল ।
চন্দন আনিয়া প্রভুর সর্ব্বাঙ্গে লেপিল ॥ ৯৬ ॥
সেবক তাম্বূল লঞা করে সমর্পণ ।
হাসিয়া হাসিয়া প্রভু করয়ে চর্ব্বণ ॥ ৯৭ ॥

সকলভক্তের তদবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

মালা-চন্দন-তাম্বূল শেষ যে আছিল ।
শ্রীহস্তে প্রভু সবাকারে বাঁটি' দিল ॥ ৯৮ ॥

প্রভুর অবশেষ-প্রাপ্তিতে রঘুনাথের আনন্দ ঃ—

আনন্দিত রঘুনাথ প্রভুর 'শেষ' পাঞা ।
আপনার গণ-সহ খাইলা বাঁটিয়া ॥ ৯৯ ॥

এইজন্যই চিড়া-দধি-মহোৎসব-সংজ্ঞা ঃ—

এই ত' কহিলুঁ নিত্যানন্দের বিহার ।
'চিড়া-দধি-মহোৎসব'-নামে খ্যাতি যার ॥ ১০০ ॥

সন্ধ্যায় রাঘব-মন্দিরে কীর্ত্তন ঃ—

প্রভু বিশ্রাম কৈলা, যদি দিন-শেষ হৈল ।
রাঘব-মন্দিরে তবে কীর্ত্তন আরম্ভিল ॥ ১০১ ॥

কীর্ত্তনে নিত্যানন্দের নর্ত্তন ঃ—

ভক্ত সব নাচাঞা নিত্যানন্দ-রায় ।
শেষে নৃত্য করে প্রেমে জগৎ ভাসায় ॥ ১০২ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-দর্শন ঃ—

মহাপ্রভু তাঁর নৃত্য করেন দরশন ।
সবে নিত্যানন্দ দেখে, না দেখে অন্যজন ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভুর নর্ত্তনই অনুপম নিত্যানন্দ-নর্ত্তনের একমাত্র তুলনা ঃ—

নিত্যানন্দের নৃত্য,—যেন তাঁহার নর্ত্তনে ।
উপমা দিবার নাহি এ-তিন ভুবনে ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দনৃত্য-মাধুর্য্য দর্শন ঃ—

নৃত্যের মাধুরী কেবা বর্ণিবারে পারে ।
মহাপ্রভু আইসে সেই নৃত্য দেখিবারে ॥ ১০৫ ॥

নৃত্যহেতু বিশ্রামান্তে নিতাইর গণসহ রাঘবগৃহে নৈশভোজন ঃ—

নৃত্য করি' প্রভু যবে বিশ্রাম করিলা ।
ভোজনের লাগি' পণ্ডিত নিবেদন কৈলা ॥ ১০৬ ॥

নিতাইর দক্ষিণে প্রভুর ভোজনাসন ঃ—

ভোজনে বসিলা প্রভু নিজগণ লঞা ।
মহাপ্রভুর আসন ডাহিনে পাতিয়া ॥ ১০৭ ॥

মহাপ্রভুর তাহাতে উপবেশন-দর্শনে রাঘবের হর্ষ ঃ—

মহাপ্রভু আসি' সেই আসনে বসিল ।
দেখি' রাঘবের মনে আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বাগ্রে প্রভুদ্বয়ের, পশ্চাৎ ভক্তগণের প্রসাদ-সেবন ঃ—

দুইভাই-আগে প্রসাদ আনিয়া ধরিলা ।
সকল বৈষ্ণবে পিছে পরিবেশন কৈলা ॥ ১০৯ ॥

রাঘবের গৃহে প্রসাদবৈচিত্র্য-বর্ণন ঃ—

নানাপ্রকার পিঠা, পায়স, দিব্য শাল্য-অন্ন ।
অমৃত নিন্দয়ে ঐছে বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ১১০ ॥

রাঘবের গৃহপ্রস্তুত নৈবেদ্যাদি—প্রভুর নিত্যপ্রিয় ঃ—

রাঘব-ঠাকুরের প্রসাদ অমৃতের সার ।
মহাপ্রভু যাহা খাইতে আইসে বার বার ॥ ১১১ ॥

মহাপ্রভুর নিমিত্ত প্রত্যহ পৃথক্ ভোগ ও প্রভুর তদ্ভোজন ঃ—

পাক করি' রাঘব যবে ভোগ লাগায় ।
মহাপ্রভুর লাগি' ভোগ পৃথক্ বাড়য় ॥ ১১২ ॥
প্রতিদিন মহাপ্রভু করেন ভোজন ।
মধ্যে মধ্যে প্রভু তাঁরে দেন দরশন ॥ ১১৩ ॥

অনুভাষ্য

৭২। নি-সক্ড়ি—যাহা সক্ড়ি (অন্নস্পর্শ-দুষ্ট) নহে।

৯১। পসারি—পণ্যবিক্রয়ী, দোকানদার।

রাঘবকর্ত্তৃক প্রভুদ্বয়ের ভোজন-সম্পাদন ঃ—

দুই ভাইরে রাঘব আনি' পরিবেশে ।
যত্ন করি' খাওয়ায়, না রহে অবশেষে ॥ ১১৪ ॥

প্রভুদ্বয়ের নিঃশেষে বহুবিধ বিচিত্রপ্রসাদ-সেবন ঃ—

কত উপহার আনে, হেন নাহি জানি ।
রাঘবের ঘরে রান্ধে রাধা-ঠাকুরাণী ॥ ১১৫ ॥

রাঘবগৃহে স্বয়ং শ্রীরাধিকার কৃষ্ণার্থে অমৃতনিন্দি অন্ন-রন্ধন ঃ—

দুর্ব্বাসার ঠাঞি তেঁহো পাঞাছেন বর ।
অমৃত হইতে পাক তাঁর অধিক মধুর ॥ ১১৬ ॥

প্রভুদ্বয়ের তদন্নভোজনে আনন্দ ঃ—

সুগন্ধি সুন্দর প্রসাদ—মাধুর্য্যের সার ।
দুই ভাই তাহা খাঞা সন্তোষ অপার ॥ ১১৭ ॥

সকল ভক্তের উপবেশন, রঘুনাথকে ভোজনার্থ অনুরোধ, রঘুনাথের পশ্চাৎ উপবেশনাঙ্গীকার ঃ—

ভোজনে বসিতে রঘুনাথে কহে সর্ব্বজন ।
পণ্ডিত কহে,—"ইঁহ পাছে করিবে ভোজন ॥" ১১৮ ॥

ভক্তগণের আকণ্ঠ ভোজন ও আচমন ঃ—

ভক্তগণ আকণ্ঠ ভরিয়া করিল ভোজন ।
'হরি' ধ্বনি করি' উঠি' কৈলা আচমন ॥ ১১৯ ॥

আচমনান্তে প্রভুদ্বয়ের মালাচন্দন-পরিধান ঃ—

ভোজন করি' দুই ভাই কৈলা আচমন ।
রাঘব আনি' পরাইলা মাল্য-চন্দন ॥ ১২০ ॥

প্রভুদ্বয়ের তাম্বূল-ভোজন, সকলের অবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

বিড়া খাওয়াইলা, কৈলা চরণ-বন্দন ।
ভক্তগণে দিলা বিড়া, মাল্য-চন্দন ॥ ১২১ ॥

স্নেহকৃপাময় রাঘবের রঘুনাথকে প্রভুদ্বয়ের উচ্ছিষ্টপাত্র-দান ঃ—

রাঘবের কৃপা রঘুনাথের উপরে ।
দুই ভাইএর অবশিষ্ট পাত্র দিলা তাঁরে ॥ ১২২ ॥

প্রভুর উচ্ছিষ্ট-সেবনেই রঘুনাথের গৃহত্যাগ-সামর্থ্য ঃ—

কহিলা,—"চৈতন্য-প্রভু করিয়াছেন ভোজন ।
তাঁর শেষ পাইলে, তোমার খণ্ডিবে বন্ধন ॥" ১২৩ ॥

ভগবানের অবস্থান ও স্বভাব-নির্ণয় ঃ—

ভক্ত-চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান ।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥ ১২৪ ॥

প্রভুর বিভুত্বে সংশয়কারীর বিনাশ ঃ—

সর্ব্বত্র 'ব্যাপক' প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস ।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ ॥ ১২৫ ॥

পরদিবস প্রাতঃস্নানান্তে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট নিতাইর সমীপে রঘুনাথের চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যর্থে নিবেদন ঃ—

প্রাতে নিত্যানন্দ গঙ্গাস্নান করিয়া ।
সেই বৃক্ষমূলে বসিলা নিজগণ লঞা ॥ ১২৬ ॥
রঘুনাথ আসি' কৈলা চরণ-বন্দন ।
রাঘবপণ্ডিত-দ্বারা কৈলা নিবেদন ॥ ১২৭ ॥
"অধম পামর মুই হীন জীবাধম!
মোর ইচ্ছা হয়—পাঙ চৈতন্যচরণ ॥ ১২৮ ॥
বামন হঞা চান্দ ধরিবারে চায় ।
অনেক যত্ন কৈনু, তাতে কভু সিদ্ধ নয় ॥ ১২৯ ॥
যতবার পলাই আমি গৃহাদি ছাড়িয়া ।
পিতা, মাতা—দুই মোরে রাখয়ে বান্ধিয়া ॥ ১৩০ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-কৃপা ব্যতীত চৈতন্যপদ-প্রাপ্তি অসম্ভব, তৎকৃপায় অযোগ্যেরও তল্লাভে যোগ্যতা ঃ—

তোমার কৃপা বিনা কেহ 'চৈতন্য' না পায় ।
তুমি কৃপা কৈলে তাঁরে অধমেহ পায় ॥ ১৩১ ॥

নিত্যানন্দ (গুরু)-পদে চৈতন্যপদলাভার্থ কৃপাভিক্ষার কর্ত্তব্যতা ঃ—

অযোগ্য মুই নিবেদন করিতে করি ভয় ।
মোরে 'চৈতন্য' দেহ' গোসাঞি হঞা সদয় ॥ ১৩২ ॥
মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ ।
'নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ'—কর আশীর্ব্বাদ ॥" ১৩৩ ॥

রঘুনাথের চৈতন্যপদ-লাভে ব্যাকুলতা-দর্শনে তাঁহাকে কৃপাশীর্ব্বাদ-দানার্থ নিত্যানন্দপ্রভুর শুদ্ধভক্তগণের নিকট আবেদন ঃ—

শুনি' হাসি কহে প্রভু সব ভক্তগণে ।
"ইহার বিষয়সুখ—ইন্দ্রসুখ-সমে ॥ ১৩৪ ॥
চৈতন্য-কৃপাতে সে নাহি ভায় মনে ।
সবে আশীর্ব্বাদ কর—পাউক চৈতন্য-চরণে ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধের মহিমা ও আকর্ষণ-শক্তি ঃ—

কৃষ্ণপাদপদ্ম-গন্ধ যেই জন পায় ।
ব্রহ্মলোক-আদি সুখ তাঁরে নাহি ভায় ॥" ১৩৬ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (৫।১৪।৪৩)—

যে দুস্ত্যজান্ দারসুতান্ সুহৃদ্রাজ্যং হৃদিস্পৃশঃ ।
জহৌ যুবৈব মলবদুত্তমঃশ্লোকলালসঃ ॥ ১৩৭ ॥

রঘুনাথের শিরে পদস্থাপনপূর্ব্বক নিত্যানন্দকর্ত্তৃক তাঁহার প্রভুকৃপা-প্রাপ্তি-বর্ণন ঃ—

তবে রঘুনাথে প্রভু নিকটে বোলাইলা ।
তাঁর মাথে পদ ধরি' কহিতে লাগিলা ॥ ১৩৮ ॥

অনুভাষ্য

১২১। বিড়া—সজ্জিত তাম্বূল, পানের খিলি।

অনুভাষ্য

১৩৭। মধ্য ২৩শ পঃ ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

"তুমি করাইলা এই পুলিন-ভোজন।
তোমায় কৃপা করি' গৌর কৈলা আগমন ॥ ১৩৯ ॥
কৃপা করি' কৈলা চিড়া-দুগ্ধ ভোজন।
নৃত্য দেখি' রাত্রে কৈলা প্রসাদ-ভক্ষণ ॥ ১৪০ ॥

রঘুনাথের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক গৌরের আবির্ভাব ও ভোজনফলে রঘুনাথের বিঘ্ননাশ ঃ—

তোমা উদ্ধারিতে গৌর আইলা আপনে।
ছুটিল তোমার যত বিঘ্নাদি-বন্ধনে ॥ ১৪১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ—

স্বরূপের স্থানে তোমা করিবে সমর্পণে।
'অন্তরঙ্গ' ভৃত্য বলি' রাখিবে চরণে ॥ ১৪২ ॥

নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্যপদপ্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ-দান ঃ—

নিশ্চিন্ত হঞা যাহ আপন-ভবন।
অচিরে নির্ব্বিঘ্নে পাবে চৈতন্য-চরণ ॥" ১৪৩ ॥

ভক্তগণদ্বারে রঘুনাথকে আশীর্ব্বাদ-জ্ঞাপন ; রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন ঃ—

সব ভক্তদ্বারে তাঁরে আশীর্ব্বাদ করাইলা।
তাঁ-সবার চরণ রঘুনাথ বন্দিলা ॥ ১৪৪ ॥

রাঘবের সহিত গোপনে পরামর্শ ঃ—

প্রভু-আজ্ঞা লঞা বৈষ্ণবের আজ্ঞা লইলা।
রাঘব-সহিতে নিভৃতে যুক্তি করিলা ॥ ১৪৫ ॥

প্রভুর ভাণ্ডারীর হস্তে অর্থ-প্রণামী-প্রদান ঃ—

যুক্তি করি' শত মুদ্রা, সোণা তোলা-সাতে।
নিভৃতে দিলা প্রভুর ভাণ্ডারীর হাতে ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর নিকট উহা গুপ্ত রাখিতে অনুরোধ ঃ—

তাঁরে নিষেধিলা,—"প্রভুরে এবে না কহিবা।
নিজ-ঘরে যাবেন যবে, তবে নিবেদিবা ॥" ১৪৭ ॥

রঘুনাথকে রাঘবের স্বগৃহে বিগ্রহ-দর্শন করাইয়া যথোচিত সম্মান ঃ—

তবে রাঘব পণ্ডিত তাঁরে ঘরে লঞা গেলা।
ঠাকুর দর্শন করাঞা মালা-চন্দন দিলা ॥ ১৪৮ ॥

বৈষ্ণব-চরণ-পূজার যোগ্য আদর্শ দেখাইয়া রঘুনাথের অর্থশালী বিষয়ীকে শিক্ষা-দান ঃ—

অনেক 'প্রসাদ' দিলা পথে খাইবারে।
তবে পুনঃ রঘুনাথ কহে পণ্ডিতেরে ॥ ১৪৯ ॥
"প্রভুর সঙ্গে যত মহান্ত, ভৃত্য, আশ্রিত জন।
পূজিতে চাহিয়ে আমি সবার চরণ ॥ ১৫০ ॥
বিশ, পঞ্চাশ, দশ, বার, পঞ্চদশ, দ্বয়।
মুদ্রা দেহ' বিচারিয়া যোগ্য যত হয় ॥" ১৫১ ॥

সকলকে অভিনন্দনপত্র ও প্রণামী-প্রদান ঃ—

সব লেখা করিয়া রাঘব-পাশ দিলা।
যাঁর নামে যত রাঘব চিঠি লেখাইলা ॥ ১৫২ ॥
একশত মুদ্রা আর সোণা তোলা-দ্বয়।
পণ্ডিতের আগে দিল করিয়া বিনয় ॥ ১৫৩ ॥

নিতাইর কৃপা পাইয়া রাঘবকে প্রণামান্তে রঘুনাথের স্বগৃহে আগমন ঃ—

তাঁর পদধূলি লঞা স্বগৃহে আইলা।
নিত্যানন্দ-কৃপা পাঞা কৃতার্থ মানিলা ॥ ১৫৪ ॥

তদবধি বহির্বাটিতে অবস্থান ঃ—

সেই হৈতে অভ্যন্তরে না করেন গমন।
বাহিরে দুর্গামণ্ডপে করেন শয়ন ॥ ১৫৫ ॥

প্রহরী রক্ষিগণ ঃ—

তাঁহা জাগি' রহে সব রক্ষকগণ।
পলাইতে করেন নানা উপায় চিন্তন ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুদর্শনার্থ বর্ষাকালে গৌড়ীয় ভক্তগণের পুরী-যাত্রা ঃ—

হেনকালে গৌড়দেশের সব ভক্তগণ।
প্রভুরে দেখিতে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৫৭ ॥

প্রকাশ্যভাবে গৌড়ীয়ভক্তগণসহ গমনে ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুরীযাত্রায় অসামর্থ্য ঃ—

তাঁ-সবার সঙ্গে রঘুনাথ যাইতে না পারে।
প্রসিদ্ধ প্রকট সঙ্গ, তবহি ধরা পড়ে ॥ ১৫৮ ॥

রঘুনাথের প্রভুসহ মিলনবৃত্তান্ত-বর্ণন ; রঘুনাথের সৌভাগ্য-দিবস ঃ—

এইমত চিন্তিতে দৈবে একদিনে।
বাহিরে দেবীমণ্ডপে করিয়াছেন শয়নে ॥ ১৫৯ ॥

শেষরাত্রে গুরু যদুনন্দনসহ সাক্ষাৎকার ঃ—

দণ্ড-চারি রাত্রি যবে আছে অবশেষ।
যদুনন্দন-আচার্য্য তবে করিলা প্রবেশ ॥ ১৬০ ॥

যদুনন্দনের পরিচয় ঃ—

বাসুদেব-দত্তের তেঁহ হয় 'অনুগৃহীত'।
রঘুনাথের 'গুরু' তেঁহ হয় 'পুরোহিত' ॥ ১৬১ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্যের তেঁহ 'শিষ্য অন্তরঙ্গ'।
আচার্য্য-আজ্ঞাতে মানে চৈতন্যে 'প্রাণধন' ॥ ১৬২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৫৫। অভ্যন্তর—অন্দর বাড়ী।

১৫৮। গৌরভক্তগণ যখন নীলাচলে যান, তখন তাঁহাদের

অনুভাষ্য

১৬১-১৬২। এই বাক্যেও জানা যায় যে, শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য্যের আজ্ঞাচ্ছেদী মতবিরোধী পাষণ্ডগণ আপনাদিগকে

যদুনন্দনকে রঘুনাথের প্রণাম ঃ—

অঙ্গনে আসিয়া তেঁহো যবে দাণ্ডাইলা ।
রঘুনাথ আসি' তবে দণ্ডবৎ কৈলা ॥ ১৬৩ ॥
তাঁর এক শিষ্য তাঁর ঠাকুরের সেবা করে ।
সেবা ছাড়িয়াছে, তারে সাধিবার তরে ॥ ১৬৪ ॥

বিগ্রহার্চ্চনত্যাগকারী শিষ্যকে প্রাতরারাত্রিক-সম্পাদনার্থ অনুরোধ-জন্য রঘুনাথকে সঙ্গে গ্রহণ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"তারে করহ সাধন ।
সেবা যেন করে, আর নাহিক ব্রাহ্মণ ॥" ১৬৫ ॥

রাত্রিশেষে প্রহরী রক্ষিগণের গাঢ়নিদ্রাবেশ ঃ—

এত কহি' রঘুনাথে লঞা চলিলা ।
রক্ষক সব শেষরাত্রে নিদ্রায় পড়িলা ॥ ১৬৬ ॥

রঘুনাথের গুর্ব্বনুব্রজ্যা ; উভয়ের আচার্য্য-গৃহাভিমুখে গমন ঃ—

আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ।
কহিতে শুনিতে দুঁহে চলে সেই পথে ॥ ১৬৭ ॥

পথে বুদ্ধিমান্ রঘুনাথের ঐ সুযোগে গুরু-সমীপে কৃষ্ণভজনার্থ বিদায়াজ্ঞা-গ্রহণ ঃ—

অর্দ্ধপথে রঘুনাথ কহে গুরুর চরণে ।
"আমি সেই বিপ্রে সাধি' পাঠাইমু তোমা-স্থানে ॥১৬৮॥
তুমি ঘরে যাহ সুখে—মোরে আজ্ঞা হয় ।"
এই ছলে আজ্ঞা মাগি' করিলা নিশ্চয় ॥ ১৬৯ ॥

রঘুনাথের পলায়ন-চিন্তা ঃ—

"সেবক রক্ষক আর কেহ নাহি সঙ্গে ।
পলাইতে আমার ভাল এইত প্রসঙ্গে ॥" ১৭০ ॥

অতি-দ্রুতবেগে পলায়ন ঃ—

এত চিন্তি' পূর্ব্বমুখে করিলা গমন ।
উলটিয়া চাহে পাছে, নাহি কোন জন ॥ ১৭১ ॥

ধৃত হইবার আশঙ্কায় বনে বনে উপপথে ধাবন ঃ—

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চরণ চিন্তিয়া ।
পথ ছাড়ি' উপপথে যায়েন ধাঞা ॥ ১৭২ ॥

একান্তভাবে চৈতন্যচরণ ধ্যানপূর্ব্বক সমস্ত দিনে বহুপথ অতিক্রম ও সন্ধ্যায় গোপগৃহে দুগ্ধপানপূর্ব্বক শ্রান্তদেহে বিশ্রাম ঃ—

গ্রামে-গ্রামের পথ ছাড়ি' যায় বনে বনে ।
কায়মনোবাক্যে চিন্তে চৈতন্য-চরণে ॥ ১৭৩ ॥
পঞ্চদশ-ক্রোশ-পথ চলি' গেলা একদিনে ।
সন্ধ্যাকালে রহিলা এক গোপের বাথানে ॥ ১৭৪ ॥
উপবাসী দেখি' গোপ দুগ্ধ আনি' দিলা ।
সেই দুগ্ধ পান করি' পড়িয়া রহিলা ॥ ১৭৫ ॥

পরদিবস প্রাতে রঘুনাথের অদর্শনে কোলাহল ও তদন্বেষণার্থ পিতার পুরী-যাত্রিগণের নিকট পত্র ও লোক-প্রেরণ ঃ—

এথা সেবক রক্ষক তাঁরে না দেখিয়া ।
তাঁর গুরুপাশে বার্ত্তা পুছিলেন গিয়া ॥ ১৭৬ ॥
তেঁহ কহে,—"আজ্ঞা মাগি' গেলা নিজ-ঘর ।"
'পলাইল রঘুনাথ'—উঠিল কোলাহল ॥ ১৭৭ ॥
তাঁর পিতা কহে,—"গৌড়ের ভক্তগণ ।
প্রভুস্থানে নীলাচলে করিলা গমন ॥ ১৭৮ ॥
সেই-সঙ্গে রঘুনাথ গেল পলাঞা ।
দশ জন যাহ, তারে আনহ ধরিয়া ॥" ১৭৯ ॥
শিবানন্দে পত্রী দিল বিনয় করিয়া ।
'আমার পুত্রেরে তুমি দিবা বাহুড়িয়া ॥' ১৮০ ॥
ঝাঁকরা পর্য্যন্ত গেল সেই দশ জনে ।
ঝাঁকরাতে পাইল গিয়া বৈষ্ণবের গণে ॥ ১৮১ ॥

প্রেরিত লোকের শিবানন্দকে পত্রপ্রদান ও রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

পত্রী দিয়া শিবানন্দে বার্ত্তা পুছিল ।
শিবানন্দ কহে,—"তেঁহ এথা না আইল ॥" ১৮২ ॥

শিবানন্দের স্বীয় অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন, রঘুনাথের অদর্শনে পত্রবাহকগণের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন ঃ—

বাহুড়িয়া সেই দশ জন আইল ঘর ।
তাঁর মাতা-পিতা হইল চিন্তিত অন্তর ॥ ১৮৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

সঙ্গ সর্ব্বলোকে প্রসিদ্ধ ও প্রকট হইয়া পড়ে। সেই সঙ্গে গেলে পাছে পিতা ধরিয়া আনেন, এই ভয়ে তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন না।

অনুভাষ্য

তাঁহার অনুগত বলিয়া পরিচয় দিয়াও শুদ্ধভক্তির প্রতিকূল-ভাববশে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জীবের নিত্য উপাস্য স্বয়ং ভগবান্ 'কৃষ্ণ' বলিয়া জ্ঞান করিত না। শ্রীযদুনন্দন শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীচৈতন্যৈকপ্রাণ-শিষ্য ছিলেন বলিয়া বিষ্ণু ও বৈষ্ণবে জাতি-সামান্য-বুদ্ধিদোষে কখনও দুষ্ট ছিলেন না। বাসুদেব-দত্ত-ঠাকুর অশৌক্র-বিপ্রকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহাকে তিনি স্বীয় অনুগ্রহকারী 'গুরু' বলিয়া জ্ঞান করিতেন।

১৭৪। বাথান—গোশালা, গোষ্ঠ।

১৮০। বাহুড়িয়া—ফিরাইয়া ; শিবানন্দ সেন গৌড়দেশ হইতে যাত্রী লইয়া নীলাচলে যাইতেন, তজ্জন্য তৎসহ রঘুনাথের অবস্থান অনুমান করিয়া, রঘুনাথকে ফিরাইয়া পাঠাইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধ-পত্রের সহিত দশজন লোকও পাঠাইলেন।

প্রভুপ্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের প্রভুচরণলাভার্থ পুরী-গমন-পথে সুতীব্র দৈহিক-ক্লেশসহিষ্ণুতা ঃ—

এথা রঘুনাথ-দাস প্রভাতে উঠিয়া।
পূর্ব্বমুখ ছাড়িয়া দক্ষিণ-মুখ হঞা ॥ ১৮৪ ॥
ছত্রভোগ পার হঞা ছাড়িয়া সরাণ।
কুগ্রাম-কুগ্রাম দিয়া করিল প্রয়াণ ॥ ১৮৫ ॥
ভক্ষণ নাহি, সমস্ত দিবস গমন।
ক্ষুধা নাহি বাধে, চৈতন্যচরণ-প্রাপ্ত্যে মন ॥ ১৮৬ ॥
কভু চর্ব্বণ, কভু রন্ধন, কভু দুগ্ধপান।
যবে যেই মিলে, তাহে রাখে নিজ-প্রাণ ॥ ১৮৭ ॥

বারদিনে পুরী-গমন, পথে তিনদিনমাত্র অন্ন-গ্রহণ ঃ—

বার-দিনে চলি' গেলা শ্রীপুরুষোত্তম।
পথে তিনদিন মাত্র করিলা ভোজন ॥ ১৮৮ ॥

স্বরূপাদি-সহ উপবিষ্ট প্রভুর সমীপে আসিয়া রঘুনাথের দণ্ডবৎ প্রণাম ; মুকুন্দের তৎপরিচয়-প্রদান ঃ—

স্বরূপাদি-সহ গোসাঞি আছেন বসিয়া।
হেনকালে রঘুনাথ মিলিল আসিয়া ॥ ১৮৯ ॥
অঙ্গনেতে দূরে রহি' করেন প্রণিপাত।
মুকুন্দ-দত্ত কহে,—"এই আইল রঘুনাথ ॥" ১৯০ ॥

প্রভুর চরণ-বন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

প্রভু কহেন,—'আইস', তেঁহো ধরিলা চরণ।
উঠি' প্রভু কৃপায় তাঁরে কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১৯১ ॥

স্বরূপাদি ভক্তগণকে প্রণাম, সকলের আলিঙ্গন ঃ—

স্বরূপাদি সব ভক্তের চরণ বন্দিলা।
প্রভু-কৃপা দেখি' সবে আলিঙ্গন কৈলা ॥ ১৯২ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের গৃহত্যাগ-উপলক্ষে অনর্থযুক্ত ভক্তিসাধককে শিক্ষা-দান ; প্রভুর কৃষ্ণকৃপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥" ১৯৩ ॥

রঘুনাথের ঐকান্তিকী গৌরকৃষ্ণনিষ্ঠা ঃ—

রঘুনাথ কহে মনে,—'কৃষ্ণ নাহি জানি।
তব কৃপা কাড়িল আমা,—এই আমি মানি ॥' ১৯৪ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক হিরণ্য ও গোবর্দ্ধনের চরিত-বর্ণন ঃ—

প্রভু কহেন,—"তোমার পিতা-জ্যেঠা দুই জনে।
চক্রবর্ত্তি-সম্বন্ধে আমি 'আজা' করি' মানে ॥ ১৯৫ ॥
চক্রবর্ত্তীর দুঁহে হয় ভ্রাতৃরূপ দাস।
অতএব তারে আমি করি পরিহাস ॥ ১৯৬ ॥

বিষয়-বিষ সেবন—আত্মসংহারক অর্থাৎ জীবের স্বরূপ বা স্বাস্থ্য-লাভের ভীষণ বিঘ্নস্বরূপ ঃ—

তোমার বাপ-জ্যেঠা—বিষয়বিষ্ঠা-গর্ত্তের কীড়া।
সুখ করি' মানে বিষয়-বিষের মহাপীড়া ॥ ১৯৭ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৮৫। সামান্য সামান্য গ্রাম দিয়া গমন করিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর সম্বন্ধে আমি তাঁহাদিগকে 'আজা' অর্থাৎ মাতামহ বলিয়া মানি।

অনুভাষ্য

১৮৫। সরাণ—প্রশস্ত পথ।

ছত্রভোগ— বর্ত্তমানকালে এইস্থান ২৪ পরগণা-জেলার মথুরাপুরের অন্তর্গত গঙ্গার 'ছাড়-খাড়ি' বলিয়া পরিচিত এবং 'জয়নগর-মজিলপুর'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রামদ্বয়ের সন্নিকটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে এইস্থানে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল। যাঁহারা ছত্রভোগকে কাঁসাই-নদী বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের মত—ভ্রান্ত।

১৯৩। প্রাক্তন কর্ম্মফলাদি অপেক্ষা কৃষ্ণকৃপা—অধিকতর সামর্থ্যবিশিষ্ট। কৃষ্ণের এই অনুকম্পাই তোমাকে বিষয়রূপ বিষ্ঠাগর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিল। বিষয়ে অনুরাগী হইলে জীব নিজবলে তাহা ত্যাগ করিতে পারে না ; বিশেষতঃ শুদ্ধকৃষ্ণদাস জীবের নিকট বিষয়—বিষ্ঠাগর্ত্ততুল্য। মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথকে নির্ব্বিষয় বলিয়া জানিলেও আর্ত্ত-বিষয়ীকে শিক্ষা দিবার জন্যই তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ইহা কহিলেন।

১৯৫। নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী রঘুনাথের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতকে বয়ঃকনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত কায়স্থ জানিয়া 'ভায়া' বলিয়া ডাকিতেন এবং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ও নীলাম্বরকে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ জানিয়া 'দাদা' সম্বোধন করায়, শ্রীমহাপ্রভু মাতামহের ভ্রাতৃসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে আপনার 'রহস্যের পাত্র' বলিয়া জানিলেন। এই সম্বোধন হইতে অনেকের এরূপ ভ্রম হয় যে, রঘুনাথ—মহাপ্রভুর অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে।

১৯৭। 'বিষয়' উহার ভোক্তা বিষয়ীকে মহাক্লেশ প্রদান করে, তথাপি বিষয়াবিষ্ট-চিত্ত সাংসারিকগণ সেই মহাক্লেশপ্রদ বিষয়কে 'সুখ' বলিয়া মনে করে। জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয়—ত্যাগযোগ্য পুরীষগহ্বরের তুল্য ; বিষয়াভিনিবিষ্ট জীব—ঘৃণ্যপুরীষের কীট-তুল্য অর্থাৎ পারমার্থিকের দৃষ্টিতে জড়ভোক্তা প্রাকৃতবিষয়ী — বিষ্ঠাগর্ত্তের কীটতুল্য এবং সেই কীটরূপে মহানন্দে নিতান্ত-ঘৃণ্য বিষয়বিষ্ঠার আস্বাদনে প্রমত্ত।

ভোক্তৃ-অভিমানে বা দেহাত্মবুদ্ধিতে অন্যাভিলাষ, কর্ম্ম ও জ্ঞান-মিশ্র, অথচ অপ্রতিকূল বিষ্ণু-বৈষ্ণবানুগত্যাভাস বা লৌকিকী শ্রদ্ধা শুদ্ধভক্তি নহে, কনিষ্ঠাধিকার-মাত্র ঃ—

যদ্যপি ব্রহ্মণ্য করে ব্রাহ্মণের সহায়।
'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহে, 'বৈষ্ণবের প্রায়' ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছা ছাড়িয়া অক্ষজজ্ঞানে ভোগ বা ত্যাগরূপ বিষয়ের অনুশীলন-ফলে যৎসামান্য শ্রদ্ধা-বীজেরও স্তব্ধতা ও সংসার-বৃদ্ধি ঃ—

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায়, যাতে হয় ভববন্ধ ॥ ১৯৯ ॥

নিত্যসিদ্ধ রঘুনাথের বিষয়ভোগ না থাকায়, অনর্থযুক্ত সাধককেই প্রভুর উপদেশ ঃ—

হেন 'বিষয়' হৈতে কৃষ্ণ উদ্ধারিলা তোমা।
কহন না যায় কৃষ্ণকৃপার মহিমা ॥" ২০০ ॥

রঘুনাথকে প্রভুর দামোদরস্বরূপ-হস্তে সমর্পণ ঃ—

রঘুনাথের ক্ষীণতা-মালিন্য দেখিয়া।
স্বরূপেরে কহেন প্রভু কৃপার্দ্রচিত্ত হঞা ॥ ২০১ ॥
"এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে।
পুত্র-ভৃত্য-রূপে তুমি কর অঙ্গীকারে ॥ ২০২ ॥

বৈদ্য-রঘুনাথ, ভট্ট-রঘুনাথ ও স্বরূপানুগ দাস-রঘুনাথ ঃ—

তিন 'রঘুনাথ'-নাম হয় মোর স্থানে।
'স্বরূপের রঘু'—আজি হৈতে ইহার নামে ॥" ২০৩ ॥
এত কহি' রঘুনাথের হস্ত ধরিলা।
স্বরূপের হস্তে তাঁরে সমর্পণ কৈলা ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর আদেশে স্বরূপের রঘুনাথাঙ্গীকার ঃ—

স্বরূপ কহে,—'মহাপ্রভুর যে আজ্ঞা হৈল।'
এত কহি' রঘুনাথে পুনঃ আলিঙ্গিল ॥ ২০৫ ॥

প্রভুর অনুপম-ভক্তবাৎসল্য ; গোবিন্দকে রঘুনাথপ্রতি আদর ও যত্ন দেখাইতে আজ্ঞা-দান ঃ—

চৈতন্যের ভক্তবাৎসল্য কহিতে না পারি।
গোবিন্দেরে কহে রঘুনাথে দয়া করি' ॥ ২০৬ ॥
"পথে ইঁহ করিয়াছে বহুত লঙ্ঘন।
কতদিন কর ইহার ভাল সন্তর্পণ ॥" ২০৭ ॥

রঘুনাথকে সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথ-দর্শনান্তে প্রসাদ-সম্মানার্থ আদেশ ঃ—

রঘুনাথে কহে,—"যাঞা, কর সিন্ধুস্নান।
জগন্নাথ দেখি' আসি' করহ ভোজন ॥" ২০৮ ॥

ভক্তগণসহ রঘুনাথের মিলন ঃ—

এত বলি' প্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিলা।
রঘুনাথদাস সব ভক্তেরে মিলিলা ॥ ২০৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুকৃপালাভ-দর্শনে ভক্তগণের তৎসৌভাগ্য-প্রশংসা ঃ—

রঘুনাথে প্রভুর কৃপা দেখি' ভক্তগণ।
বিস্মিত হঞা করে তাঁর ভাগ্য-প্রশংসন ॥ ২১০ ॥

সমুদ্রস্নানপূর্ব্বক জগন্নাথদর্শনান্তে রঘুনাথের গোবিন্দ-কৃপায় প্রভুভুক্তাবশেষ-প্রাপ্তি ঃ—

রঘুনাথ সমুদ্রে যাঞা স্নান করিলা।
জগন্নাথ দেখি' গোবিন্দ-পাশ আইলা ॥ ২১১ ॥
প্রভুর অবশিষ্ট পাত্র গোবিন্দ তাঁরে দিলা।
আনন্দিত হঞা মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ ২১২ ॥

পাঁচদিন স্বরূপের নিকট থাকিয়া প্রভুপ্রসাদ-প্রাপ্তি ঃ—

এইমত রহে তেঁহ স্বরূপ-চরণে।
গোবিন্দ প্রসাদ তাঁরে দেন পঞ্চ দিনে ॥ ২১৩ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৯৮। বৈষ্ণবের ন্যায় বেশভূষা ও দেবসেবাদি থাকিলেও শুদ্ধ বৈষ্ণব হইতে পারে না, কেননা, যে-পর্য্যন্ত 'অন্যাভিলাষিতা-শূন্যং' ইত্যাদি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ না হয়, সে-পর্য্যন্ত দীক্ষাদি প্রাপ্ত হইয়াও 'বৈষ্ণবপ্রায়' থাকে।

২০৩। তিন রঘুনাথ—বৈদ্য-রঘুনাথ (আদি ১১শ পঃ ২২ সংখ্যা), ভট্ট-রঘুনাথ ও দাস-রঘুনাথ।

অনুভাষ্য

১৯৮। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—উভয় ভ্রাতাই ব্রাহ্মণের সম্মান-কারী পালক, পোষ্টা ও সহায় ছিলেন ; তজ্জন্য প্রাকৃত লৌকিকবিচারে শ্রেষ্ঠ ও 'সজ্জন' বলিয়া আদৃত এবং 'বৈষ্ণব' বলিয়া সাধারণ লোকসমাজে পরিচিত হইলেও পারমার্থিক শুদ্ধভক্তের বিচারে 'শুদ্ধবৈষ্ণব' নহেন ; পরন্তু শুদ্ধবৈষ্ণবগণ তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণবপ্রায়' বা 'বৈষ্ণবাভাস' অর্থাৎ 'কনিষ্ঠ' বা 'বালিশ' ('বিদ্বেষী' নহে) বলিয়া জানিতেন।

১৯৯। বিষয়ী ভোগিগণ শুদ্ধভক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হওয়ায় তাহাদের নিজ নিজ অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানদ্বারাই অজ্ঞাতসারে বিষয়ে জড়ীভূত হইয়া পড়ে।

২০৭। লঙ্ঘন—উপবাসাদি ; সন্তর্পণ—শুশ্রূষা।

পরদিন হইতে রঘুনাথের রাত্রিতে সিংহদ্বারে প্রসাদার্থিরূপে প্রতীক্ষা ঃ—

আর দিন হৈতে 'পুষ্প-অঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া রহে আহার লাগিয়া॥ ২১৪॥

গৃহগমনোদ্যত গৃহব্রত জগন্নাথসেবকগণের রাত্রিতে পূজান্তে দ্বারস্থিত প্রসাদার্থী বৈষ্ণবকে প্রসাদ-দান-রীতি ঃ—

জগন্নাথের সেবক যত—'বিষয়ীর গণ'।
সেবা সারি' রাত্র্যে করে গৃহেতে গমন॥ ২১৫॥
সিংহদ্বারে অন্নার্থী বৈষ্ণবে দেখিয়া।
পসারির ঠাঞি অন্ন দেন কৃপা ত' করিয়া॥ ২১৬॥

পুরুষোত্তমক্ষেত্রে নিষ্কিঞ্চন বিরক্ত ভক্তের ব্যবহার-বর্ণন ঃ—

এইমত সর্ব্বকাল আছে ব্যবহার।
নিষ্কিঞ্চন ভক্ত খাড়া হয় সিংহদ্বার॥ ২১৭॥
সর্ব্বদিন করেন বৈষ্ণব নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
স্বচ্ছন্দে করেন জগন্নাথ-দরশন॥ ২১৮॥
কেহ ছত্রে যাঞা খায়, যেবা কিছু পায়।
কেহ রাত্রে ভিক্ষা লাগি' সিংহদ্বারে রয়॥ ২১৯॥

প্রভুভক্তের ব্যবহার ; কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে স্বভোগ-ত্যাগ বা অখিলচেষ্টা ঃ—

মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রধান।
যাহা দেখি' প্রীত হন গৌর-ভগবান্॥ ২২০॥

প্রভুকে গোবিন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের সিংহদ্বারে প্রসাদার্থ প্রতীক্ষা-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

প্রভুরে গোবিন্দ কহে,—"রঘুনাথ 'প্রসাদ' না লয়।
রাত্র্যে সিংহদ্বারে খাড়া হঞা মাগি' খায়॥" ২২১॥

রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বা 'বৈরাগী'-সংজ্ঞা ; তাঁহার বৈরাগ্যে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

শুনি' তুষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিল।
"ভাল কৈল, বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিল॥ ২২২॥

প্রভুকর্ত্তৃক বৈরাগী বা ত্যক্তগৃহের বৈধ ও অবৈধ আচার বা ধর্ম্ম-বর্ণন ঃ—

বৈরাগী করিবে সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
মাগিয়া খাঞা করে জীবন-রক্ষণ॥ ২২৩॥
বৈরাগী হঞা যেবা করে পরাপেক্ষা।
কার্য্যসিদ্ধি নহে, কৃষ্ণ করেন উপেক্ষা॥ ২২৪॥
বৈরাগী হঞা করে জিহ্বার লালস।
পরমার্থ যায়, আর হয় রসের বশ॥ ২২৫॥
বৈরাগীর কৃত্য—সদা নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
শাক-পত্র-ফল-মূলে উদর-ভরণ॥ ২২৬॥
জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" ২২৭॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২২৫। রস—তিক্ত, মিষ্ট, অম্ল, লবণ, কটু ও কষায়-রস।

অনুভাষ্য

২১৪। পুষ্পাঞ্জলি—রাত্রিকালে জগন্নাথের পুষ্পাঞ্জলি-সেবা।

২২০। মহাপ্রভুর ভক্তগণকে—অভক্ত বিষয়িগণ ও শুদ্ধ-ভক্তগণ, উভয়েই ভাল করিয়া নিরপেক্ষভাবে দেখিলে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারা—প্রাকৃত-ভোগতাৎপর্য্যপর না হইয়া অর্থাৎ ইন্দ্রিয়তর্পণ ও সুখভোগাদি-লাভ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-সেবার্থে কৃষ্ণেতর-বিষয়মাত্রেই উদাসীন। তাঁহাদের বিষয়-ত্যাগপূর্ব্বক অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা অলৌকিকী কৃষ্ণসেবা—সাধারণ লৌকিকী-দৃষ্টির বোধগম্য নহে ; ভগবান্ গৌরসুন্দর কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বিরক্ত ব্যক্তির শুদ্ধভজন-চতুরতা-সন্দর্শনে পরমপ্রীতি লাভ করেন।

২২৬। হঃ ভঃ বিঃ—২০ বিঃ সর্ব্বশেষে—"কৃতান্যেতানি তু প্রায়ো গৃহিণাং ধনিনাং সতাম্। লিখিতানি ন তু ত্যক্তপরিগ্রহ-মহাত্মনাম্।। প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ মধ্যাহ্নে দিবসক্ষয়ে। কীর্ত্তয়ন্তি হরিং যে বৈ তে তরন্তি ভবার্ণবম্।। এবমেকান্তিনাং প্রায়ঃ কীর্ত্তনং স্মরণং প্রভোঃ। কুর্ব্বতাং পরমপ্রীত্যা কৃত্যমন্যন্ন রোচতে।।" হরিভক্তিবিলাসে লিখিত অনুষ্ঠানাবলী—গৃহস্থ বিত্তশালী বৈষ্ণব-প্রায় ব্যক্তিগণের জন্য, সর্ব্বপরিত্যাগী বিরক্ত ঐকান্তিক-নামাশ্রিত শুদ্ধবৈষ্ণবগণের জন্য নহে। প্রাতঃকালে, মধ্যরাত্রে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় অর্থাৎ অষ্টকালই যিনি হরির কীর্ত্তন করেন, তিনি ভব-সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হন। ঐকান্তিক শুদ্ধভক্তগণ পরমপ্রীতির সহিত প্রভুর কীর্ত্তন ও স্মরণাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কীর্ত্তনাদি ব্যতীত আর অন্য কোন অনুষ্ঠান নাই।

শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৩ সংখ্যায়)—"যদ্যপি শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রাদিবদর্চ্চনমার্গস্যাবশ্যকত্বং নাস্তি, তদ্বিনাপি শরণাপত্ত্যাদীনামেকতরেণাপি পুরুষার্থসিদ্ধে-রভিহিতত্বাৎ, ***।"*

** যদিও শ্রীমদ্ভাগবত-মতে অর্চ্চন-ব্যতীতও শরণাগতি ইত্যাদির যে-কোন একটীর দ্বারাই পুরুষার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে বলিয়া অভিহিত হওয়ায় উক্ত মতে পঞ্চরাত্রাদির ন্যায় অর্চ্চনমার্গের আবশ্যকতা নাই, তথাপি ***।*

ত্যক্তগৃহ সাধকের মঙ্গলার্থে আপনাকে তদভিমানে রঘুনাথের স্বরূপ-সমীপে নিজকর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসা ঃ—

আর দিন রঘুনাথ স্বরূপ-চরণে।
আপনার কৃত্য লাগি' কৈলা নিবেদনে ॥ ২২৮ ॥
"কি লাগি' ছাড়াইলা ঘর, না জানি উদ্দেশ।
কি মোর কর্ত্তব্য, প্রভু করুন উপদেশ ॥" ২২৯ ॥

স্বয়ং মৌন থাকিয়া রঘুনাথের স্বরূপ ও গোবিন্দদ্বারে প্রভুর সহিত কথাবার্ত্তা ঃ—

প্রভুর আগে কথামাত্র না কহে রঘুনাথ।
স্বরূপ-গোবিন্দদ্বারা কহায় নিজ-বাত্ ॥ ২৩০ ॥

একদিন স্বরূপের প্রভুসমীপে রঘুনাথের কর্ত্তব্য জিজ্ঞাসা ঃ—

প্রভুর আগে স্বরূপ নিবেদিলা আর দিনে।
"রঘুনাথ নিবেদয় প্রভুর চরণে ॥ ২৩১ ॥
কি মোর কর্ত্তব্য, মুঞি না জানি উদ্দেশ।
আপনি শ্রীমুখে মোরে করুন উপদেশ ॥" ২৩২ ॥

দামোদর-স্বরূপকে শিক্ষা-গুরুরূপে বরণার্থ প্রভুর রঘুনাথকে আদেশ ঃ—

হাসি' মহাপ্রভু রঘুনাথেরে কহিল।
"তোমার উপদেষ্টা করি' স্বরূপেরে দিল ॥ ২৩৩ ॥

মাধ্ব-গৌড়ীয়ের নিত্যপ্রভু বা গুরু শ্রীদামোদরস্বরূপই সমগ্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের আচার্য্য ঃ—

'সাধ্য'-'সাধন'-তত্ত্ব শিখ ইঁহার স্থানে।
আমি যত নাহি জানি, ইঁহো তত জানে ॥ ২৩৪ ॥
তথাপি আমার আজ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়।
আমার এই বাক্যে তুমি করিহ নিশ্চয় ॥ ২৩৫ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক রাগানুগা-ভক্তিযাজীর আচার-বর্ণন ঃ—

গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ ২৩৬ ॥
অমানী মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥ ২৩৭ ॥
এই ত' সংক্ষেপে আমি কৈলুঁ উপদেশ।
স্বরূপের ঠাঞি ইহার পাবে সবিশেষ ॥ ২৩৮ ॥

পদ্যাবলীতে ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রোক্ত শিক্ষাষ্টকের ৩য় শ্লোক—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥" ২৩৯ ॥

রঘুনাথের প্রভুপদবন্দন, প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

এত শুনি' রঘুনাথ বন্দিলা চরণ।
মহাপ্রভু কৈলা তাঁরে কৃপা-আলিঙ্গন ॥ ২৪০ ॥

রঘুনাথের দামোদরস্বরূপানুগত্যে গৌরকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেবা ঃ—

পুনঃ সমর্পিলা তাঁরে স্বরূপের স্থানে।
'অন্তরঙ্গ সেবা' করে স্বরূপের সনে ॥ ২৪১ ॥

প্রতিবর্ষের ন্যায় রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়ভক্তগণের পুরীতে আগমন ঃ—

হেনকালে আইলা সব গৌড়ের ভক্তগণ।
পূর্ব্ববৎ প্রভু সবায় করিলা মিলন ॥ ২৪২ ॥

সকলভক্ত-সঙ্গে গুণ্ডিচা-মার্জ্জন ও টোটায় মহোৎসব ঃ—

সবা লঞা কৈলা প্রভু গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
সবা লঞা কৈলা প্রভু বন্য-ভোজন ॥ ২৪৩ ॥

সগণ প্রভুর রথাগ্রে নর্ত্তন ; রঘুনাথের বিস্ময় ঃ—

রথযাত্রায় সবা লঞা করিলা নর্ত্তন।
দেখি' রঘুনাথের চমৎকার হৈল মন ॥ ২৪৪ ॥

রঘুনাথের ভক্তপদ-বন্দন, অদ্বৈতের কৃপা-লাভ ঃ—

রঘুনাথ-দাস যবে সবারে মিলিলা।
অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁরে বহু কৃপা কৈলা ॥ ২৪৫ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথকে গোবর্দ্ধনদাসের তদন্বেষণ-চেষ্টা-বর্ণন ঃ—

শিবানন্দ-সেন তাঁরে কহেন বিবরণ।
"তোমা লৈতে তোমার পিতা পাঠাইল দশ জন ॥২৪৬॥
তোমারে পাঠাইতে পত্রী পাঠাইল মোরে।
ঝাঁকরা হইতে তোমা না পাঞা গেল ঘরে ॥" ২৪৭ ॥

চাতুর্ম্মাস্যান্তে ভক্তগণের পুরী হইতে গৌড়ে প্রত্যাগমন ঃ—

চারি মাস রহি' ভক্তগণ গৌড়ে গেলা।
শুনি' রঘুনাথের পিতা মনুষ্য পাঠাইলা ॥ ২৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩৬-২৩৭। স্ত্রী ও পুরুষ বিবাহিত হইয়া সন্তানাদি উৎপাদন করত যে সংসার পত্তন করেন, সেই সংসার-সম্বন্ধে যত কথাবার্ত্তা,—সকলই 'গ্রাম্য' কথাবার্ত্তা ; তাহা কখনই বৈরাগী বা বৈষ্ণবের শ্রোতব্য বা বক্তব্য নয়। ভাল খাওয়া, ভাল পরা,—ইহাও বৈরাগীর উচিত নয় ; পরের প্রতি সম্মান ও স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবে এবং মানসে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা করিবে,—ইহাই বৈরাগীর কৃত্য।

২৪১। 'অন্তরঙ্গ সেবা করে'—মনে মনে স্বীয় স্বরূপদেহে যে ব্রজসেবা, তাহাই 'অন্তরঙ্গ'-সেবা। স্বরূপগোস্বামী—ললিতা দেবী ; তাঁহার গণমধ্যে প্রবেশ করত শ্রীদাসগোস্বামী স্বীয় অন্তরঙ্গ ব্রজ-সেবা করিতেন।

অনুভাষ্য

২৩৯। আদি, ১৭শ পঃ ৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিবানন্দ-সমীপে গোবৰ্দ্ধনদাসের লোক পাঠাইয়া রঘুনাথের সংবাদ-জিজ্ঞাসা ঃ—

সে মনুষ্য শিবানন্দ-সেনেরে পুছিল।
"মহাপ্রভুর স্থানে এক 'বৈষ্ণব' দেখিল ॥ ২৪৯ ॥
গোবৰ্দ্ধনের পুত্র তেঁহো, নাম—'রঘুনাথ'।
নীলাচলে পরিচয় আছে তোমার সাথ ??" ২৫০ ॥

শিবানন্দকর্ত্তৃক রঘুনাথের তাৎকালিক বৈরাগ্য ও বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠার প্রশংসা ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"তেঁহো হয় প্রভুর স্থানে।
পরম বিখ্যাত তেঁহো, কেবা নাহি জানে ॥ ২৫১ ॥
স্বরূপের স্থানে তারে করিয়াছেন সমর্পণ।
প্রভুর ভক্তগণের তেঁহো হয় প্রাণসম ॥ ২৫২ ॥
রাত্রি-দিন করে তেঁহো নাম-সঙ্কীৰ্ত্তন।
ক্ষণমাত্র নাহি ছাড়ে প্রভুর চরণ ॥ ২৫৩ ॥
পরম বৈরাগ্য তাঁর, নাহি ভক্ষ্য-পরিধান।
যৈছে তৈছে আহার করি' রাখয়ে পরাণ ॥ ২৫৪ ॥
দশদণ্ড রাত্রি গেলে 'পুষ্পাঞ্জলি' দেখিয়া।
সিংহদ্বারে খাড়া হয় আহার লাগিয়া ॥ ২৫৫ ॥
কেহ যদি দেয়, তবে করয়ে ভক্ষণ।
কভু উপবাস, কভু করয়ে চর্ব্বণ ॥" ২৫৬ ॥

গোবৰ্দ্ধনদাস-সমীপে গিয়া সেই লোকের রঘুনাথের বৈরাগ্যযুক্ ভজন-সংবাদ-জ্ঞাপন ঃ—

এত শুনি' সেই মনুষ্য গোবৰ্দ্ধন-স্থানে।
কহিল গিয়া সব রঘুনাথ-বিবরণে ॥ ২৫৭ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণভজনার্থ ভোগ-ত্যাগ-শ্রবণে কৃষ্ণভোগ্য ভক্তকে স্ব-ভোগ্যপুত্রবুদ্ধিকারী সপত্নীক গোবৰ্দ্ধনদাসের দুঃখ ঃ—

শুনি' তাঁর মাতা পিতা দুঃখিত হইল।
পুত্র-ঠাঞি দ্রব্য-মনুষ্য পাঠাইল ॥ ২৫৮ ॥

রঘুনাথকে প্রদানার্থ শিবানন্দ-সমীপে মুদ্রা, ভৃত্য ও পাচক-প্রেরণ ঃ—

চারিশত মুদ্রা, দুই ভৃত্য, এক ব্রাহ্মণ।
শিবানন্দের ঠাঞি পাঠাইল ততক্ষণ ॥ ২৫৯ ॥

শিবানন্দের সঙ্গে লইবার আশ্বাস-প্রদান ঃ—

শিবানন্দ কহে,—"তুমি যাইতে নারিবা।
আমি যাই যবে, আমার সঙ্গে যাইবা ॥ ২৬০ ॥
এবে ঘর যাহ, যবে আমি সব চলিমু।
তবে তোমা-সবাকারে সঙ্গে লঞা যামু ॥" ২৬১ ॥

শ্রীকবিকর্ণপূর-কর্ত্তৃক স্ব-কৃত নাটকে রঘুনাথ-মাহাত্ম্য-বর্ণন ঃ—

এই ত' প্রস্তাবে শ্রীকবিকর্ণপূর।
রঘুনাথ-মহিমা গ্রন্থে লিখিলা প্রচুর ॥ ২৬২ ॥

যদুনন্দনাচার্য্য ও রঘুনাথের গুণ ঃ—
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে (১০।৩-৪) সঙ্গী যাত্রীর প্রতি শিবানন্দের উক্তি—

আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেবপ্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো মাদৃশাম্।
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততস্নিগ্ধঃ স্বরূপপ্রিয়ো
বৈরাগ্যৈকনিধির্ন কস্য বিদিতো নীলাচলে তিষ্ঠতাম্ ॥ ২৬৩ ॥

রঘুনাথের অতুল সৌভাগ্য ঃ—

যঃ সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা সৌভাগ্যভূঃ কাচিদকৃষ্টপচ্যা।
যস্যাং সমারোপণতুল্যকালং তৎপ্রেমশাখী ফলবানতুল্যঃ ॥২৬৪॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৩। (কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী) শ্রীবাসুদেব-দত্তের প্রিয়পাত্র অতি সুমধুর-মূর্ত্তি যদুনন্দনাচার্য্য ; তাঁহার শিষ্যই রঘুনাথ-দাস। তাঁহার গুণে তিনি—আমাদের সকলেরই প্রাণাধিক বস্তু এবং তিনি শ্রীচৈতন্যের কৃপাতিশয়দ্বারা সতত-স্নিগ্ধ, স্বরূপগোস্বামীর প্রিয় ও বৈরাগ্য-রাজ্যের একমাত্র নিধি। নীলাচলে যাঁহারা বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেই বা তাঁহাকে না জানেন?

অনুভাষ্য

২৬২। গ্রন্থে—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে।

২৬৩। শ্রীবাসুদেবপ্রিয়ঃ (বাসুদেব-দত্তঠক্কুরস্য প্রিয়ঃ কৃপা-পাত্রং ; ন তু শিষ্যঃ) সুমধুরঃ যদুনন্দনঃ আচার্য্যঃ ; তচ্ছিষ্যঃ (তস্য যদুনন্দনস্য শিষ্যঃ ইতি কৃপাপাত্রং, ন তু তেনৈব দীক্ষিতঃ ইত্যর্থঃ) অধিগুণঃ (গুণৈরধিকঃ সর্ব্বাধিকগুণান্বিতঃ) মাদৃশাং (গৌরপ্রাণানাং) প্রাণাধিকঃ (প্রাণতোঽপ্যধিকঃ প্রিয়ঃ) শ্রীচৈতন্য-কৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ (গৌরকৃপাতিশয়েন নিত্যপ্রেমবান্) স্বরূপপ্রিয়ঃ (দামোদর-স্বরূপানুগঃ) বৈরাগ্যৈকনিধিঃ (বৈরাগ্যস্য একনিধিঃ মুখ্যাশ্রয়ঃ সিন্ধুর্বা) রঘুনাথঃ (শ্রীদাসগোস্বামী) নীলাচলে (পুরুষোত্তমক্ষেত্রে) তিষ্ঠতাং (নিবসতাং মধ্যে) কস্য ন বিদিতঃ? [সর্ব্বেষামেব পরিচিতোঽস্তীতি ভাবঃ]।

২৬৪। যঃ (দাসগোস্বামী) সর্ব্বলোকৈকমনোভিরুচ্যা (সর্ব্বে-ষাং ভক্তানাং লোকানাম্ একা প্রধানা যা মনসঃ অভিরুচিঃ প্রীতিঃ

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৬৪। যিনি সর্ব্বলোকের মনোভিরুচি (চিত্তরঞ্জন) দ্বারা কোন এক (অনির্ব্বচনীয়) অকৃষ্টপচ্যা (স্বতঃপ্রকটিত) সৌভাগ্যের ভূমি (আধারস্বরূপা) হইয়াছিলেন, যাঁহাতে বীজ-সমারোপণ-সময়েই (শ্রীচৈতন্যের) অতুল্য (অনুপম) প্রেম-শাখী (বৃক্ষ) ফলবান্ হইয়াছিল।

শিবানন্দ যৈছে সেই মনুষ্যে কহিলা ।
কর্ণপূর সেইরূপে শ্লোকে বর্ণিলা ॥ ২৬৫ ॥

গোবর্দ্ধন-প্রেরিত অর্থ, ভৃত্য ও বিপ্র-সঙ্গে বর্ষাকালে শিবানন্দের পুরী গমন ঃ—

বর্ষান্তরে শিবানন্দ চলে নীলাচলে ।
রঘুনাথের সেবক, বিপ্র তাঁর সঙ্গে চলে ॥ ২৬৬ ॥
সেই বিপ্র—ভৃত্য, চারি-শত মুদ্রা লঞা ।
নীলাচলে রঘুনাথে মিলিলা আসিয়া ॥ ২৬৭ ॥

রঘুনাথের তৎসমস্ত অস্বীকার ঃ—

রঘুনাথ-দাস অঙ্গীকার না করিল ।
দ্রব্য লঞা দুইজন তাঁহাই রহিল ॥ ২৬৮ ॥

প্রতিমাসে প্রভুকে রঘুনাথের দুইবার নিমন্ত্রণ ঃ—

তবে রঘুনাথ করি' অনেক যতন ।
মাসে দুইদিন কৈলা প্রভুর নিমন্ত্রণ ॥ ২৬৯ ॥

তজ্জন্যই রঘুনাথের গোবর্দ্ধনপ্রেরিত অর্থ-গ্রহণ ঃ—

দুই নিমন্ত্রণে লাগে কৌড়ি অষ্টপণ ।
ব্রাহ্মণ-ভৃত্য-ঠাঞি করেন এতেক গ্রহণ ॥ ২৭০ ॥

বর্ষদ্বয়ান্তে প্রভুনিমন্ত্রণ-কার্য্য-পরিত্যাগ ঃ—

এইমত নিমন্ত্রণ বর্ষ দুই কৈলা ।
পাছে রঘুনাথ নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিলা ॥ ২৭১ ॥

প্রভুর স্বরূপকে রঘুনাথের স্ব-নিমন্ত্রণ-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

মাস-দুই যবে রঘুনাথ না করে নিমন্ত্রণ ।
স্বরূপে পুছিলা তবে শচীর নন্দন ॥ ২৭২ ॥

"রঘু কেনে আমায় নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ?"
স্বরূপ কহে,—"মনে কিছু বিচার করিল ॥ ২৭৩ ॥

স্বরূপকর্ত্তৃক প্রভুকে রঘুনাথের চিত্তভাব-জ্ঞাপনপূর্ব্বক প্রাকৃত বিষয়ীকে শিক্ষাদান ; ভোক্তাভিমানী বিষয়ীর ভোগ্য-জড়দ্রব্য কখনই চিন্ময়-বিষ্ণুভোগ্য নহে ঃ—

বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিমন্ত্রণ ।
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর মন ॥ ২৭৪ ॥

অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তির ভোগ্যজড়বস্তুদ্বারা চিন্ময়ী বিষ্ণুসেবার পরিমাণ-চেষ্টা—অনর্থবর্দ্ধিনী ও চিজ্জড়সমন্বয়মূলা জড়প্রতিষ্ঠা-মাত্র ঃ—

মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্ম্মল ।
এই নিমন্ত্রণে দেখি,—'প্রতিষ্ঠা' মাত্র ফল ॥ ২৭৫ ॥

বালিশের নিত্যমঙ্গলার্থ ঈশ্বরের অমন্দোদয়-দয়া ঃ—

উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ ।
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্খ জন ॥ ২৭৬ ॥

মহাপ্রভুর সন্তোষ ঃ—

এত বিচারিয়া নিমন্ত্রণ ছাড়ি' দিল ।"
শুনি' মহাপ্রভু হাসি' বলিতে লাগিল ॥ ২৭৭ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক সাধক ও আচার্য্যগণের সঙ্গ বা ব্যবহার-বিধি বা কর্ত্তব্যোপদেশ ঃ—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন ।
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥ ২৭৮ ॥

অনুভাষ্য

তয়া) কাচিৎ (অনির্ব্বচনীয়া) অকৃষ্টপচ্যা (কর্ষণব্যতিরেকেণ পক্বা, অর্থাৎ সাধনেন সিদ্ধিলাভাৎ পূর্ব্বমেব সাধনব্যতিরেকেণ বা সিদ্ধা) সৌভাগ্যভূঃ (সৌভাগ্যভূমিঃ), যস্যাং (ভূমৌ) সমারোপণ-তুল্যকালং (বীজবপনসমকালমেব) অতুল্যঃ (অনুপমঃ) তৎপ্রেমশাখী (তৎ তস্য শ্রীচৈতন্যস্য প্রেমা, স এব শাখী বৃক্ষঃ) ফলবান্ [অভবৎ ইতি শেষঃ]।

২৭০। অষ্টপণ—৬৪০ কড়া কড়ি অর্থাৎ আট আনা।

২৭৫। 'অহং মম'-অভিমানযুক্ত জড়ভোক্তা প্রাকৃত বিষয়ীর ভোগ্য অর্থদ্বারা জড়াতীত সচ্চিদানন্দবস্তু হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা করিতে চেষ্টা করিলে প্রতিষ্ঠামাত্র-ফললাভ হয়, বাস্তবিক অপ্রাকৃত হরিগুরুবৈষ্ণবের সেবা হয় না। একান্ত শরণাগত হইয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনপূর্ব্বক নিত্যমঙ্গলেচ্ছু জীবের নিজার্জ্জিত সমস্ত অর্থদ্বারা এবং কায়মনোবাক্য-প্রাণে অপ্রাকৃত হরিগুরু-বৈষ্ণবের সেবা করা কর্ত্তব্য।

২৭৬। জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রী-মদমত্ত বিষয়িগণ শ্রীমূর্ত্তির তথাকথিত সেবা করাইয়া তৎপ্রসাদ-জ্ঞানে উহা বৈষ্ণবদিগকে প্রদান করে। নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ তাহারা জানে না যে, তাহাদের অভক্তিময় মনোবৃত্তিপ্রদত্ত কোন বস্তুই অধোক্ষজ অজিত গ্রহণ করেন না। সুতরাং অনেকস্থলে তাদৃশ জড়-ভোক্তা বিষয়ীর জড়াভিমানগন্ধ-মিশ্রিত সাহায্যগ্রহণদ্বারা তৎকৈঙ্কর্য্য কৃষ্ণভজন-পরায়ণ নিরপেক্ষ অর্থাৎ জড়ভোগবিরক্ত বৈষ্ণবগণ স্বীকার করেন না ; তাহাতে প্রাকৃত ধনী বিষয়িগণ স্বীয় দেহাদিতে অহংবুদ্ধিপ্রসূত মূর্খতা-বশতঃ বৈষ্ণবের প্রতি বিরোধ পোষণ করেন এবং বৈষ্ণবের তাদৃশ ব্যবহারে দুঃখিত হন।

২৭৮। অবৈষ্ণব বা প্রাকৃত-সহজিয়াগণ—বিষয়ী। তাহাদের অভক্তি-প্রদত্ত অন্নের গ্রহণ বা ভোজন-সংসর্গফলে সাধক-বৈষ্ণবের সঙ্গদোষ ঘটে এবং তৎফলে, সাধকগণ তাহাদের ন্যায় স্বভাব লাভ করে। 'অবৈষ্ণব' ও 'বৈষ্ণব'-নামধারী প্রাকৃত-সহজিয়াগণের সহিত বিন্দুমাত্র প্রচ্ছন্নপ্রীতির সহিতও যদি কেহ ছয়প্রকার সঙ্গ (দান, প্রতিগ্রহ, ভোজন ও ভোজনে প্রবর্ত্তন, গূঢ়-কথা বর্ণন ও জিজ্ঞাসা) করে, তাহা হইলে অপ্রাকৃত শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তির স্থানে জড়েন্দ্রিয়তর্পণমূলক প্রাকৃত ভোগ আসিয়া

গৃহব্রত বা গ্রাম্য-ব্যবহারবিৎই 'বিষয়ী', তাহার সঙ্গই 'রাজস' ঃ—

বিষয়ীর অন্ন হয় 'রাজস' নিমন্ত্রণ ।
দাতা, ভোক্তা—দুঁহার মলিন হয় মন ॥ ২৭৯ ॥

ঈশ্বরের অমন্দোদয়া দয়ার ফলে সদ্বুদ্ধির উদয়ে সাধকের কর্ম্মমিশ্রা-ভক্তিত্যাগ ও শুদ্ধসেবা-প্রবৃত্তি ঃ—

ইঁহার সঙ্কোচে আমি এতদিন নিল ।
ভাল হৈল—জানিয়া সে আপনি ছাড়িল ॥" ২৮০ ॥

রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগ ও ছত্রে অন্নগ্রহণ ঃ—

কত দিনে রঘুনাথ সিংহদ্বার ছাড়িলা ।
ছত্রে যাই' মাগিয়া খাইতে আরম্ভ করিলা ॥ ২৮১ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্বরূপকে রঘুনাথের সিংহদ্বার-ত্যাগের কারণ-জিজ্ঞাসা ঃ—

গোবিন্দ-পাশ শুনি' প্রভু পুছেন স্বরূপেরে ।
"রঘু ভিক্ষা লাগি' ঠাড় কেনে নহে সিংহদ্বারে ??"২৮২॥

স্বরূপকর্ত্তৃক রঘুনাথের ত্যক্তগৃহ বিরক্তগণের আচারাদর্শে মাধুকরী-ভিক্ষা-স্বীকার বর্ণন ঃ—

স্বরূপ কহে,—"সিংহদ্বারে দুঃখ অনুভবিয়া ।
ছত্রে মাগি' খায় মধ্যাহ্নকালে গিয়া ॥" ২৮৩ ॥

পরের ইচ্ছামত তাহার নিকট অন্নলাভ-প্রতীক্ষা—নিরপেক্ষ বৈরাগ্য-ধর্ম্মের প্রতিকূল ঃ—

প্রভু কহে,—"ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার ।
সিংহদ্বারে ভিক্ষা-বৃত্তি—বেশ্যার আচার ॥ ২৮৪ ॥

লোকদর্শনমাত্র ভিক্ষা-প্রাপ্তির বা অপ্রাপ্তির আশা বা তৎসম্ভাবনা-কল্পনা ঃ—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-বাক্য—

অয়মাগচ্ছতি অয়ং দাস্যতি অনেন দত্তময়মপরঃ ।
সমেত্যয়ং দাস্যতি অনেনাপি ন দত্তমন্যঃ সমেষ্যতি স দাস্যতি ॥

মাধুকরীভিক্ষাই ত্যক্তগৃহ বিরক্তের হরিভজনানুকূল ঃ—

ছত্রে গিয়া যথা-লাভ উদর-ভরণ ।
অন্য কথা নাহি, সুখে কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তন ॥" ২৮৬ ॥

নিখিলব্রহ্মজ্ঞগুরু রঘুনাথকে পরমশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে স্বকীয় গিরিধারি-বিগ্রহ ও গান্ধর্ব্বা-রূপিণী মালা-প্রদান ঃ—

এত বলি' তাঁরে পুনঃ প্রসাদ করিলা ।
'গোবর্দ্ধনের শিলা', 'গুঞ্জা-মালা' তাঁরে দিলা ॥ ২৮৭ ॥

বিগ্রহ ও মালিকা-প্রাপ্তির আদি-বৃত্তান্ত-বর্ণন ঃ—

শঙ্করানন্দ-সরস্বতী বৃন্দাবন হৈতে আইলা ।
তেঁহ সেই শিলা-গুঞ্জামালা লঞা গেলা ॥ ২৮৮ ॥
পার্শ্বে গাঁথা গুঞ্জামালা, গোবর্দ্ধন-শিলা ।
দুই বস্তু মহাপ্রভুর আগে আনি' দিলা ॥ ২৮৯ ॥

কৃষ্ণস্মরণকালে সাক্ষাৎ গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-জ্ঞানে প্রভুর সেই মালা ও বিগ্রহ-সমাদর ঃ—

দুই অপূর্ব্ব বস্তু পাঞা প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
স্মরণের কালে গলে পরেন গুঞ্জামালা ॥ ২৯০ ॥
গোবর্দ্ধন-শিলা প্রভু হৃদয়ে-নেত্রে ধরে ।
কভু নাসায় ঘ্রাণ লয়, কভু শিরে করে ॥ ২৯১ ॥
নেত্রজলে সেই শিলা ভিজে নিরন্তর ।
শিলারে কহেন প্রভু,—'কৃষ্ণ-কলেবর' ॥ ২৯২ ॥

তিনবৎসর সেবনান্তে রঘুনাথকে প্রদান ঃ—

এইমত তিনবৎসর শিলা-মালা ধরিলা ।
তুষ্ট হঞা শিলা-মালা রঘুনাথে দিলা ॥ ২৯৩ ॥

অর্চ্চ্য বিষ্ণুবিগ্রহে শিলা-বুদ্ধি ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণকে শিক্ষাদানার্থ প্রভুর উপদেশ ঃ—

প্রভু কহে,—"এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ ॥ ২৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৭৯। 'রাজস' নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণ তিনপ্রকার,—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ; বিশুদ্ধবৈষ্ণবের নিমন্ত্রণ—সাত্ত্বিক, বিষয়ী পুণ্যবান্ ব্যক্তির অন্ন—রাজস এবং পাপিষ্ঠের অন্ন—তামস।

২৮৫। 'ইনি আসিতেছেন, ইনিই দিবেন ; ইনি দিয়াছেন ; আর একজন আসিতেছেন, ইনি দিবেন, এই যে ব্যক্তি গেলেন, ইনি দিলেন না ; অন্য আর এক ব্যক্তি আসিয়া দিবেন' ;—অযাচক বৈরাগিবেষিগণ (নিরপেক্ষতা পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যার ন্যায়) এরূপ আশা করিয়া থাকেন।

অনুভাষ্য

সাধককে কৃষ্ণভক্তিচ্যুত করে। সুতরাং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপর বিষয়-মলিন অশুদ্ধচিত্তজনের পক্ষে অপ্রাকৃত কৃষ্ণস্মরণাদি-সেবন কখনও সম্ভব নহে।

অনুভাষ্য

২৮২। ঠাড়—(হিন্দী-শব্দ) খাড়া, দণ্ডায়মান।

২৮৫। [বর্ত্মচারিণং কঞ্চিৎ অবলোক্য অর্থার্থী, অন্নার্থী বা স্বগতং বদতি—] অয়ং (পথিকঃ) আগচ্ছতি, অয়ং (বদান্যঃ) মাং দাস্যতি (অর্থ-ভোজনাদিকং প্রদাস্যতি) অনেন (দাত্রা পূর্ব্বস্মিন্ প্রদোষে অর্থ-ভোজনাদিকং) দত্তম্, অয়ম্ অপরঃ (জনঃ সমাগতঃ) ; অয়ং সমেত্য (সমাগত্য) দাস্যতি ; অনেন অপি ন [কিঞ্চিৎ] দত্তম্ ; অন্যঃ (দাতা) সমেষ্যতি (সমাগমিষ্যতি) স (এব) মহ্যং দাস্যতি।

২৮৭। গোবর্দ্ধন-শিলা—শ্রীগিরিধারী বিগ্রহ। গুঞ্জামালা—কুঁচের মালা।

২৯৩-২৯৪। গোবর্দ্ধন-শিলা—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ; মহাপ্রভু সেই শিলাকে 'সাক্ষাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণকলেবর' বলিয়া তিন

মহাভাগবতের শুদ্ধসাত্ত্বিকপূজা বা ভাবসেবা প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্চ্চন নহে ঃ—

এই শিলার কর তুমি সাত্ত্বিক-পূজন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন ॥ ২৯৫ ॥

শুদ্ধসাত্ত্বিক-সেবার প্রণালী ঃ—

এক কুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই—শুদ্ধভাবে করি' ॥ ২৯৬ ॥
দুইদিকে দুইপত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্টমঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি' ॥" ২৯৭ ॥

নিখিল ব্রহ্মজ্ঞকুলের গুরু প্রভুপ্রেষ্ঠ মহাভাগবত রঘুনাথের শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাব-সেবা ঃ—

শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা ॥ ২৯৮ ॥
এক-বিতস্তি দুইবস্ত্র, পিঁড়া একখানি।
স্বরূপ দিলেন কুঁজা আনিবারে পানি ॥ ২৯৯ ॥

অর্চ্চ্য-বিষ্ণুতে শিলা ও বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিকারী পাষণ্ডগণের কল্পনা ধিক্কারপূর্ব্বক রঘুনাথের গিরিধারীতে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞান ঃ—

এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' ॥ ৩০০ ॥

রঘুনাথের অপূর্ব্ব প্রভুপ্রেম ঃ—

'প্রভুর স্বহস্ত-দত্ত গোবর্দ্ধন-শিলা।'
এই চিন্তি' রঘুনাথ প্রেমে ভাসি' গেলা ॥ ৩০১ ॥
জল-তুলসীর সেবায় যত সুখোদয়।
ষোড়শোপচার-পূজায় তত সুখ নয় ॥ ৩০২ ॥

একদিন স্বরূপের অনুরোধক্রমে বিগ্রহকে গোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ-সমর্পণ ঃ—

এইমত কতদিন করেন পূজন।
তবে স্বরূপগোসাঞি তাঁরে কহিলা বচন ॥ ৩০৩ ॥
"অষ্টকৌড়ির খাজা-সন্দেশ কর সমর্পণ।
শ্রদ্ধা করি' দিলে, সেই অমৃতের সম ॥" ৩০৪ ॥
তবে অষ্ট-কৌড়ির খাজা করে সমর্পণ।
স্বরূপ-আজ্ঞায় গোবিন্দ করে সমাধান ॥ ৩০৫ ॥

রঘুনাথের প্রভু-কৃপার তাৎপর্য্যানুধাবন ঃ—

রঘুনাথ সেই শিলা-মালা যবে পাইলা।
গোসাঞির অভিপ্রায় এই ভাবনা করিলা ॥ ৩০৬ ॥

মালা ও শিলা-প্রদানদ্বারা প্রভুর রঘুনাথকে গান্ধর্ব্বা-গিরিধারীর রাগময়ী অন্তরঙ্গ-সেবাপ্রদান ঃ—

"শিলা দিয়া গোসাঞি সমর্পিলা 'গোবর্দ্ধনে'।
গুঞ্জামালা দিয়া দিলা 'রাধিকা-চরণে' ॥" ৩০৭ ॥

প্রেমে আত্মহারা রঘুনাথের গৌর-সেবা ঃ—

আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ।
কায়মনে সেবিলেন গৌরাঙ্গ-চরণ ॥ ৩০৮ ॥

গোস্বামী রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীত্যর্থে অদ্বিতীয় অদ্ভুত অচঞ্চল বৈরাগ্যযুক্ ভজনাদর্শ-বর্ণন ঃ—

অনন্ত গুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা?
রঘুনাথের নিয়ম,—যেন পাষাণের রেখা ॥ ৩০৯ ॥

সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণভজন ঃ—

সাড়ে সাত প্রহর যায় কীর্ত্তন-স্মরণে।
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ॥ ৩১০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৯৮। বিতস্তি—অর্দ্ধহস্ত-পরিমাণ।

৩০৯। রঘুনাথের নিয়ম যেন পাষাণের রেখা—শ্রীল রঘুনাথের বৈরাগ্য-বিধি পাষাণের উপর রেখার ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়।

অনুভাষ্য

বৎসর অঙ্গীকার করিয়া রঘুনাথের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি করাইয়া নিজ-প্রিয়তম-প্রিয়জ্ঞানে তাঁহাকে সেবাধিকার প্রদান করেন। অদৈব-বর্ণাশ্রমের পালিত ও পুষ্ট দাসস্থানীয় কতিপয় প্রাকৃতবুদ্ধিযুক্ত অক্ষজজ্ঞানমদমত্ত অবৈষ্ণব বাহিরে বৈষ্ণবের ন্যায় চিহ্ন ধারণ করিয়াও বৈষ্ণববিদ্বেষমূলে প্রাকৃত ঘৃণিত স্ব-স্ব প্রচ্ছন্ন স্বার্থ চরিতার্থ করিবার বাসনায় স্বীয় অক্ষজজ্ঞান বা মনোধর্ম্ম সম্বল করিয়া বিষ্ণুর অপ্রাকৃত অর্চ্চা-বিগ্রহে ধাতু বা শিলা বুদ্ধি, কৃষ্ণ-প্রকাশবিগ্রহ সেবক-ভগবান্ চিদ্বিলাস শ্রীগুরুদেবে মর্ত্ত্যবুদ্ধি, বর্ণাশ্রমীর গুরু পরমহংস-বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিপূর্ব্বক এই কল্পনা উদ্ভাবিত করে যে, 'শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু শৌক্রব্রাহ্মণ না হওয়ায় বা সাবিত্র্য-সংস্কার গ্রহণ না করায়, দৈক্ষ্যব্রাহ্মণতা লাভ করেন নাই।' এই শ্রেণীর মাৎসর্য্য-পীড়িত লোক কল্পনাদ্বারা অনুমান করে যে,—শৌক্র-ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূতব্যক্তি ব্যতীত অপর কোন শুদ্ধভক্তেরই বিষ্ণুবিগ্রহের স্পর্শন বা পূজনে অধিকার না থাকায় মহাপ্রভু প্রাকৃত অদৈব সমাজের দিকে দৃষ্টি করিয়াই কৌশলপূর্ব্বক এরূপ লীলা দেখাইয়াছেন। এই অপরাধক্রমে তাদৃশ কল্পনাকারিগণ অনন্ত-অপরাধরূপ বিষয়বিষ্ঠাগর্ত্তে পতিত হয় এবং বৈষ্ণবাপরাধক্রমে তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। কনিষ্ঠ বা মধ্যম বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই অপরাধি-দলের সঙ্গ কোনক্রমেই বিধেয় নহে, যেহেতু—যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গপোষণকারী শৌক্রব্রাহ্মণতা ব্যতীত অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ্যের শুদ্ধ চিন্ময় আদর্শ অন্যত্র থাকিতে পারে না,—তাহাদের এরূপ নরক-প্রাপক-বিশ্বাস তাহাদিগকে মহারৌরবে নিত্যকাল আবদ্ধ রাখিয়া বিনাশ করিবে, সন্দেহ নাই।

বিজিতষড়্বর্গ গোস্বামী রঘুনাথ ঃ—

বৈরাগ্যের কথা তাঁর অদ্ভুত-কথন ।
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন ॥ ৩১১ ॥
ছিণ্ডা-কানি কাঁথা বিনা না পরে বসন ।
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ॥ ৩১২ ॥

যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ ঃ—

প্রাণ-রক্ষা লাগি' যেবা করেন ভক্ষণ ।
তাহা খাঞা আপনাকে করে নির্ব্বেদন ॥ ৩১৩ ॥

দিব্যসম্বন্ধজ্ঞানোদয়ক্রমে দেহাত্মবুদ্ধি-হ্রাস ঃ—
শ্রীমদ্ভাগবতে (৭।১৫।৪০)—

আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধূতাশয়ঃ ।
কিমর্থং কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি পামরঃ ॥ ৩১৪ ॥

বিপণিকারের অবিক্রীত পর্য্যুষিত কর্দ্দমাক্ত প্রসাদান্ন-প্রক্ষালন-
পূর্ব্বক কৃষ্ণোচ্ছিষ্ট চিদ্বস্তুজ্ঞানে সম্মান ঃ—

প্রসাদান্ন পসারির যত না বিকায় ।
দুই-তিন দিন হৈলে ভাত সড়ি' যায় ॥ ৩১৫ ॥
সিংহদ্বারে গাভী-আগে সেই ভাত ডারে ।
সড়া-গন্ধে তৈলঙ্গী-গাই খাইতে না পারে ॥ ৩১৬ ॥
সেই ভাত রঘুনাথ রাত্রে ঘরে আনি' ।
ভাত ধুঞা ফেলে ঘরে দিয়া বহু পানি ॥ ৩১৭ ॥
ভিতরেতে দড়-ভাত মাজি' যেই পায় ।
লবণ দিয়া রঘুনাথ সেই অন্ন খায় ॥ ৩১৮ ॥

একদিন স্বরূপের সানন্দে চিদ্বস্তুজ্ঞানে সেই
কৃষ্ণোচ্ছিষ্টাংশ-গ্রহণ ঃ—

একদিন স্বরূপ তাহা করিতে দেখিলা ।
হাসিয়া তাহার কিছু মাগিয়া খাইলা ॥ ৩১৯ ॥

গৌরকৃষ্ণের পরমপ্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত প্রসাদই
চিন্ময় কৃষ্ণভুক্তামৃত ঃ—

স্বরূপ কহে,—"ঐছে অমৃত খাও নিতি নিতি ।
আমা-সবায় নাহি দেহ', কি তোমার প্রকৃতি ??"৩২০॥

গোবিন্দের নিকট শ্রবণপূর্ব্বক স্বয়ং প্রভুরও সেই
কৃষ্ণভুক্তান্নামৃত-গ্রহণ ঃ—

গোবিন্দের মুখে প্রভু সে বার্ত্তা শুনিলা ।
আর দিন আসি' প্রভু কহিতে লাগিলা ॥ ৩২১ ॥
"খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ' কেনে?"
এত বলি' এক গ্রাস করিলা ভক্ষণে ॥ ৩২২ ॥

সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে বৈরাগ্যাচরণের অভ্যাস থাকিলেও
নিখিলৈশ্বর্য্যশালী হরিগুরুবৈষ্ণবকে একমাত্র
প্রভু-জ্ঞানে সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিদুপকরণদ্বারা
পূজা-কর্ত্তব্যতা-শিক্ষাদান ঃ—

আর গ্রাস লৈতে স্বরূপ হাতেতে ধরিলা ।
"তব যোগ্য নহে" বলি' বলে কাড়ি' নিলা ॥ ৩২৩ ॥

প্রভুকর্ত্তৃক স্ব-প্রেষ্ঠ রঘুনাথের গৃহীত-প্রসাদ-প্রশংসা ঃ—

প্রভু বলে,—"নিতি নিতি নানা প্রসাদ খাই ।
ঐছে স্বাদ আর কোন প্রসাদে না পাই ॥" ৩২৪ ॥

রঘুনাথের কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাময় বৈরাগ্যদর্শনে
প্রভুর আনন্দ ঃ—

এইমত মহাপ্রভু নানা লীলা করে ।
রঘুনাথের বৈরাগ্য দেখি' সন্তোষ অন্তরে ॥ ৩২৫ ॥

স্ব-কৃত স্তবে প্রভুর করুণা-বর্ণন ঃ—

আপন-উদ্ধার এই রঘুনাথদাস ।
'চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষে' করিয়াছেন প্রকাশ ॥ ৩২৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৪। জ্ঞানদ্বারা বিধৌতচিত্ত ব্যক্তি আত্মতত্ত্বকে জানিতে পারিলে যখন সমস্তই লাভ করেন, তবে তাহা না করিয়া পামর-গণ কি অভিপ্রায়ে, কি কারণেই বা কেবল দেহপুষ্টির জন্য যত্ন করিয়া থাকে?

৩১৫। সড়ি'—পচিয়া।

অনুভাষ্য

৩১০। পাঠান্তরে—"সার্দ্ধসপ্তপ্রহর যায় স্মরণ-কীর্ত্তনে। আহার-নিদ্রা—চারি দণ্ড, সেহ নহে কোন দিনে।।"

৩১৩। নির্ব্বেদন—গর্হণ, ধিক্কার।

৩১৪। 'কোন্ বিধির অনুসরণ করিলে গৃহস্থ সহজে মোক্ষ-প্রাপ্ত হন?'—ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে দেবর্ষি নারদ মোক্ষলক্ষণ সর্ব্ববর্ণাশ্রম-সাধনসার-বর্ণনপ্রসঙ্গে আশ্রম-চতুষ্টয়ের কথা বলিয়া অবশেষে বলিতেছেন,—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩১৬। তৈলঙ্গ গাই—তৈলঙ্গ-দেশীয় গাভী।

অনুভাষ্য

চেদ্ (যদি) আত্মানং পরং ('ব্রহ্ম কৃষ্ণং') বিজানীয়াৎ, তদা জ্ঞানধূতাশয়ঃ (জ্ঞানেন সম্বন্ধজ্ঞানেন ধূতঃ নিরস্তঃ আশয়ঃ বিষয়কামঃ যস্য সঃ) লম্পটঃ (জিহ্বোপস্থ-পরিচালনপরঃ সন্) কিমর্থং কিং ইচ্ছন্ কস্য বা হেতোঃ দেহং পুষ্ণাতি (অনুসংচরেৎ? জ্ঞানিনঃ লৌল্যমেব ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ—"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-মনুসঞ্চরেৎ?" ইতি)।

৩১৬। ডারে—ফেলিয়া দেয়।

৩১৮। ভিতরেতে দড় ভাত মাজি'—অসিদ্ধ চাউলের (ভাতের) ভিতরের কঠিন মধ্যভাগ মাজিয়া অর্থাৎ ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া।

গৌরকৃপায় রঘুনাথের দামোদরানুগত্য ও গান্ধর্ব্বা-গিরিধারি-সেবা-লাভ ঃ—

স্তবাবলীতে চৈতন্যস্তবকল্পবৃক্ষ-স্তবে (১১)—

মহাসম্পদ্দারাদপি পতিতমুদ্ধৃত্য কৃপয়া
স্বরূপে যঃ স্বীয়ে কুজনমপি মাং ন্যস্য মুদিতঃ।
উরো গুঞ্জাহারং প্রিয়মপি চ গোবর্দ্ধনশিলাং
দদৌ মে গৌরাঙ্গো হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ॥ ৩২৭ ॥

প্রভু-রঘুনাথ-মিলন-শ্রবণে চৈতন্যচরণ লাভ ঃ—

এই ত' কহিলুঁ রঘুনাথের মিলন।
ইহা যেই শুনে, পায় চৈতন্যচরণ ॥ ৩২৮ ॥
শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ৩২৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীরঘুনাথদাস-মিলনং নাম ষষ্ঠঃ পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩২৭। আমি মহাকুজন হইলেও কৃপাপূর্ব্বক যিনি আমাকে পতিত দেখিয়া সম্পৎ ও দারা (পাঠান্তরে, বিষয়রূপ দাবাগ্নি) হইতে উদ্ধার করত শ্রীস্বরূপে অর্পণ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, যিনি আমাকে স্বীয় বক্ষের গুঞ্জা-মালা ও গোবর্দ্ধন-শিলা দান করিয়াছিলেন, সেই গৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে মত্ত করুন।

ইতি অমৃতপ্রবাহভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

৩২৭। যঃ (মহাপ্রভুঃ) কৃপয়া কুজনম্ অপি মাং [স্বানুকম্পয়া] মহাসম্পদ্দারাৎ (মহাসম্পদশ্চ দারাশ্চ তেষাং সমাহারঃ হিরণ্যযোষিৎসংসর্গাৎ; মহাসম্পদ্দাবাৎ ইতি পাঠে মহাসম্পদেব দাবঃ তস্মাৎ সকাশাৎ) উদ্ধৃত্য স্বীয়ে (নিজজনে) স্বরূপে (শ্রীদামোদরস্বরূপে) ন্যস্য (সমর্প্য) মুদিতঃ (হৃষ্টঃ সন্) প্রিয়ম্ অপি উরোগুঞ্জাহারং (বক্ষসঃ গুঞ্জামালাং) গোবর্দ্ধনশিলাং চ (গিরিধরবিগ্রহং) মে (মহ্যং) দদৌ, সঃ (গৌরাঙ্গঃ গৌরহরিঃ) মে (মম) হৃদয়ে উদয়ন্ (প্রকটয়ন্) মাং মদয়তি (হর্ষয়তি)।

ইতি অনুভাষ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
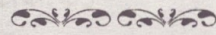
সপ্তম পরিচ্ছেদ

কথাসার—এই পরিচ্ছেদে বল্লভভট্টের আগমন এবং তাঁহার প্রতি অনেক প্রকার পরিহাস, তাঁহার সিদ্ধান্তসকলের সংশোধন, তৎকৃত নিমন্ত্রণ-গ্রহণ এবং ভট্টের শ্রীগদাধর পণ্ডিতের বিশেষ আনুগত্য দেখিয়া পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর ছল ঔদাস্য,—এই সমস্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভট্ট নিতান্ত অনুগত হইয়া পড়িলে তখন তাঁহার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট মন্ত্রার্থাদি শিক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন এবং পণ্ডিতের প্রতি স্নেহ-প্রকাশ করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

স্পর্শমণি গৌরভক্তগণকে বন্দনা ঃ—

চৈতন্যচরণাম্ভোজমকরন্দলিহো ভজে।
যেষাং প্রসাদমাত্রেণ পামরোঽপ্যমরো ভবেৎ ॥ ১ ॥
জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

রথযাত্রার পূর্ব্বে গৌড়ীয়-ভক্তগণের আগমন ঃ—

বর্ষান্তরে যত গৌড়ের ভক্তগণ আইলা।
পূর্ব্ববৎ মহাপ্রভু সবারে মিলিলা ॥ ৩ ॥

বল্লভভট্টের আগমন ঃ—

এইমত বিলাস প্রভুর ভক্তগণ লঞা।
হেনকালে বল্লভ-ভট্ট মিলিল আসিয়া ॥ ৪ ॥

ভট্টের প্রভুপদ-বন্দন, তাঁহাকে বৈষ্ণব-বুদ্ধিতে প্রভুর আলিঙ্গন ঃ—

আসিয়া বন্দিল ভট্ট প্রভুর চরণে।
প্রভু 'ভাগবতবুদ্ধ্যে' কৈলা আলিঙ্গনে ॥ ৫ ॥

ভট্টের সবিনয়োক্তি—জগন্নাথকর্ত্তৃক প্রভু-দর্শনাকাঙ্ক্ষা-পূরণ ঃ—

মান্য করি' প্রভু তারে নিকটে বসাইলা।
বিনয় করিয়া ভট্ট কহিতে লাগিলা ॥ ৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। যাহাদিগের প্রসাদমাত্রে পামর ব্যক্তিও অমর হয়, সেই চৈতন্যচরণপদ্মের মধুলোভী ভক্তদিগকে ভজনা করি।

অনুভাষ্য

১। যেষাং (গৌরপদাশ্রিত-ভক্তানাং) প্রসাদমাত্রেণ (কৃপালবেন) পামরঃ (ভক্তিরহিতঃ পাষণ্ডঃ) অপি অমরঃ (অপ্রাকৃত-